Reg. No. DA.—142

এই সংখ্যায় আছে—


| | | |
|---|---|---|
| কোরআনই হাদীসের উৎস | .... ২ | পৃষ্ঠা |
| কোরআন হইতে কিঞ্চিৎ | .... ৩ | ” |
| রোজা সম্বন্ধে জানার কথা | .... ৪ | ” |
| কিস্তিয়ে নূহ হইতে অনুবাদ | .... ৫—৮ | ” |
| পাঞ্জাব হাঙ্গামা তদন্ত আদালতে হজরত খলিফাতুল মসীহের সাক্ষ্য | ৯—১০ | ” |
| প্রবন্ধ—মা বাপ ছাড়া | .... ১১ | ” |
| আখবার আহমদীয়া | .... .... ১২ | ” |



পাক্ষিক

# আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের মুখপত্র।

মার্চ্চ, '৫৪ ; বৈশাখ, ১৩৬১ বাং ; আমান, ১৩৩২ সৌর হিজরী

নব পর্য্যায়—৭ম বর্ষ, | Fortnightly Ahmadi, March, '54 | ২৩—২৪ সংখ্যা


সম্পাদকীয়

## মা'রেফত বা পূর্ণ জ্ঞান

বহু কাজকে শুভ মনে করি, অথচ করি না ; এবং বহু কাজকে অশুভ মনে করি, অথচ উহা হইতে বিরত থাকি না। ইহার কারণ এই যে এই শুভ ও অশুভ মনে করার পশ্চাতে সত্যিকার জ্ঞান নাই। লোকে বলে অমুক কাজ ভাল ; অমুক কাজ মন্দ ; আমরাও তাহাই বলি। সত্য সত্যই যে কাজকে শুভ মনে করি, ক্ষমতা থাকিতে তাহা না করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে যে কাজকে সত্য সত্যই অশুভ মনে করি, তাহা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। "কামেল মা'রেফত কামেল মহব্বৎ এবং কামেল খাওফ পয়দা করে"—পূর্ণ জ্ঞান কল্যাণের প্রতি পূর্ণ অনুরাগ এবং অকল্যাণের প্রতি পূর্ণ বিরাগ সৃষ্টি করে। শুভ কাজে অনুরাগ শুভ কাজ সমাধা করিতে যত্নবান করে ; অশুভ কাজে বিরাগ অশুভ কাজ হইতে দূরে রাখে। মা'রেফত বা পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চয়ে যত্নবান হওয়া জীবনকে উন্নত করার পথে প্রথম সিড়ি।

"কতক লোক আছে যাহারা বলে যে আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করি ; বস্তুতঃ এই বিশ্বাস তাহাদের নাই। বাহ্যতঃ তাহারা আল্লাহ ও ঈমানদারদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। বস্তুতঃ তাহারা নিজেরাই ভুলের শিকার হইয়াছে। তাহাদের হোশ নাই।" (কোরআন, সুরা বকর, ২য় রুকু)।

মা'রেফত বা পূর্ণ জ্ঞান কিরূপে সঞ্চয় করা যায় ? তথাকথিত পীর ফকীরদের উৎপাতে এই সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর জটিল ও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে।

দৈনন্দিক জীবনে অজানা কথা জানি কিভাবে ? যাহা বুঝি না পরে তাহা বুঝি কিরূপে ? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর যাহা, মা'রেফত সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

প্রত্যেক বিষয়েই জ্ঞান আসে শোনা বা দেখার পর পরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভের ফলে। যতই পরীক্ষা করিবে, ততই অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইবে, জ্ঞান পূর্ণতর হইতে থাকিবে এবং জ্ঞানের পূর্ণতার সহিত বিশ্বাসের দৃঢ়তা বাড়িতে থাকিবে। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই যাহা বিশ্বাস করে, সে কখনও তাহার বিপরীত কাজ করিতে পারে না। পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় ব্যাপারেই এই একই কথা।

নবিগণ ও তাহাদের অনুসারী জামায়াতের উপরে বিপদের পর বিপদ আসে তাহাদের জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ; তাহাদের নৈতিক শক্তির পরিচয়ের উদ্দেশ্যে।

গত বৎসর পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষত পশ্চিম পাঞ্জাবে আহমদীয়া জামায়াতের বিরুদ্ধে বিরাট হাঙ্গামা হইয়া গেল। পাক সরকার কঠোর হস্তে ইহা দমন করিয়াছেন। তবে এ কথা মনে করিলে ভুল করা হইবে যে এই হাঙ্গামার বীজ নির্ম্মূল হইয়াছে। হাঙ্গামার বীজ এখনও রহিয়াছে এবং পুনর্ব্বিকাশের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। আহমদীয়া জামায়াতের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান পরিপূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের উপরে একটার পর একটা করিয়া বিপদ আসিতে থাকিবে। আমাদের আত্মা যে দিন কামেল মারফত সঞ্চয় করিবে, হলাহল বিষ সেই দিন আমাদের জন্য অমৃতে পরিণত হইবে।

আল্লাহ সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গাছের পাতাও নড়ে না। প্রত্যেক ধর্ম্মই এই কথা বলে। জড়বাদী নাস্তিকও স্বীকার করে যে প্রকৃতি নিয়মের অধীন ; কোন ঘটনাই প্রাকৃতিক বিধানের বহির্ভূত নহে। সুতরাং এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে নবিগণ ও তাঁহাদের অনুসারীদের উপরে যে বিপদ আসে, তাহাও আল্লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসে না। তিনি জ্ঞানময়; তিনি অসীম দয়ালু। এই সমুদায় বিপদের সম্মুখীন করেন তিনি তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগকে জ্ঞান ও গৌরবমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে।

প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে আল্লার যে অপরিসীম জ্ঞান ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করার নামই মা'রেফত।

---

**রমজান** ইসলামের জন্মমাস। এই মাসে কোরআন নাজেল হইয়াছিল। রমজান বিশেষভাবে সাধনা করার মাস, প্রত্যেক সুস্থ, সবল ও সাবালেগ মুসলমান নরনারীর জন্য।

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য 'ছিয়াম' পালনের বিধান দেওয়া গেল। তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের জন্যও এইরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছিল। (ইহার উদ্দেশ্য) তোমরা যেন 'তাকওয়া'-পরায়ণ হইতে পার। (ছিয়াম) নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র। তবে তোমাদের যাহারা পীড়িত বা প্রবাসে আছে, তাহারা অন্য সময়ে (ছিয়াম পালন করিবে)। (সুরা বকর, রু ২৩)।

* * *

"রোজা কলবের তজল্লি বৃদ্ধি করে—রোজা অন্তরের জ্যোতিকে আরোও উজ্জ্বল করে। রোজা 'কাশফ' বা দিব্য দৃষ্টির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ; আল্লার সহিত আত্মিক দর্শন ঘটায়।"

* * *

"নামাজ 'তাজকিয়া নফস' করে ; নফসে আমারাকে দুর্ব্বল করে ; মনের অপবিত্র প্রবাহ দূর করে এবং পবিত্র প্রবাহ সৃষ্টি করে।"

* * *

"An idle saint differs from an idle sinner only in a coat of paint and direction"—"অলস সাধু ও অলস পাপীর মধ্যে পার্থক্য শুধু হাবভাব ও চিন্তা ধারায়।"—Dr Knapp

[The Spirit and Philosphy of Extension Work]

# কোরআনই হাদীসের উৎস

[ "খাতামান-নবীঈন" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত]

কোরআন করীম হইতে দেখিতে পাই, আল্লাহ আঁ হজরতকে আদেশ দিয়াছিলেন, "হে রসুল প্রচার কর তোমার প্রভু হইতে তোমার নিকটে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে। যদি এইরূপ না কর, তোমা কর্তৃক তাঁহার বাণী প্রচার করা হইবে না" (মায়দা, রু ১০)। আল্লার আদেশে আঁ হজরত ঘোষণা করিয়াছিলে, "আমার প্রতি যাহা ওয়াহী করা হইয়াছে, আমি তদ্ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করি না" (আনআম, রু ৫ ; ইউনুস, রু ২ ; আহকাফ, রু ১)। আঁ হজরত সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহও সাক্ষ্য দিয়াছেন—"তিনি কল্পিত কথা বলেন না" (নজম, রু ১)।

হাদীসে দেখিতে পাই, আঁ হজরত বলিয়াছেন, "আমার পরে বহু হাদীস পাইবে ; আল্লার কেতাবের সাহায্যে উহা বিচার করিবে ; ঐক্য দেখিলে গ্রহণ করিবে এবং অনৈক্য দেখিলে বর্জ্জন করিবে" ; "আমা হইতে কোন কথা বর্ণনা করিবার সময়ে আল্লার কেতাবের সাহায্যে বিচার করিবে ; ঐক্য থাকিলে উহা আমা হইতে ; অন্যথা আমা হইতে নহে।" হজরত উমার বলিতেন, "আল্লার কেতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট।" কোরআনই হাদীসের উৎস। কোরআন-বিরোধী কথা আঁ হজরতের উক্তি নহে।

## কোরআন নিশ্চিত ; হাদীস অনুমানিক

কোরআন "যাবতীয় সন্দেহের অতীত" (বকর, রু ১) ; "সুরক্ষিত ফলকে অঙ্কিত গৌরবান্বিত পাঠ্য" (আল-বুরুজ, আঁ ১১-২২)। অসংখ্য হাদীসের মধ্যে কোনটি আঁ হজরতের মুখনিসৃত বাক্য, কোনটিই বা তাঁহার মুখসৃত বাক্যের মর্ম্ম, কোনটি তাহার কথা ও বর্ণনাকারীর কথার সংমিশ্রণ, এবং কোনটি কৃত্রিম, বর্ণনাকারীদিগের অবস্থা বিচার করিয়া হাজার দেড় হাজার বৎসর পরে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব না হইলেও নিশ্চয়ই অতি দুরূহ ব্যাপার।

প্রচলিত হাদীসগ্রন্থ সমূহের মধ্যে একটিও হিজরী প্রথম শতাব্দীতে সঙ্কলিত হয় নাই ; এই কাজ হইয়াছিল হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে। হাদীস সমূহের বর্ণনা প্রণালী এইরূপ—ঙ বলিলেন, তিনি শুনিয়াছেন ঘ'র নিকটে ; ঘ শুনিয়াছিলেন গ'র নিকটে ; গ শুনিয়াছিলেন খ'র নিকটে ; খ শুনিয়াছিলেন ক'র নিকটে ; এবং ক শুনিয়াছিলেন রসুলুল্লার নিকটে। ক, খ, গ, ঘ ও ঙ পাঁচজন 'রাবী' বা বর্ণনাকারী। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি, সত্যনিষ্ঠা ও স্মৃতিশক্তি নিশ্চয়ই মানবাতীত ছিল না। ইমাম বোখারী ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করিয়া মাত্র ৭,২৭৫টি হাদীস 'ছহী বোখারী শরীফে' সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ইমাম মুসলিম তিনলক্ষ হাদীস সংগ্রহ করিয়া মাত্র কয়েক সহস্র হাদীস মুসলিম শরীফকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আল্লামা দারকুতনী ছহী বোখারী ও ছহী মুসলিমের দুইশত হাদীসকে 'দুর্ব্বল' বলিয়াছেন (আল-ইস্তিদরাকাত অল-তাতাব্বু)।

হাদীস নিশ্চয়ই মূল্যবান সম্পদ। তবে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে হাদীস আনুমানিক সত্য, 'ইলমে জন্নী ; পক্ষান্তরে কোরআন নিশ্চিত সত্য। কোরআন সম্বন্ধেই আল্লাহ বলিয়াছেন, "হে মানুষ, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকটে সত্য আসিয়াছে" ( ইউনুস, রু ১১ )। কোরআনের সাহায্যে হাদীসের বিচার করাই সঙ্গত ; হাদীসের সাহায্যে কোরআনের বিচার করা সঙ্গত নহে।

## কোরআন বুঝিতে ভুলের সম্ভাবনা কম

কোরআন বুঝিতে লোকে ভুল করে কোরআনের প্রতি অমনযোগী হওয়ার কারণে। কোরআন বুঝিবার নিয়ম কোরআনেই বর্ণিত হইয়াছে।

কোরআন সম্বন্ধে আল্লাহ বলিয়াছেন, ইহা "মুত্তাকীদিগের পথ প্রদর্শক" (বকর ১ রু ১) ; "ইহা উপদেশমঞ্জরী বই অন্য কিছু নহে" (আনআম, রু ১০)। ইহার কতক আয়াত 'মুহকাম' (দৃঢ় ; দ্ব্যর্থহীন) এবং কতক আয়াত 'মুতাশাবেহ' ( সাদৃশ্যমান ; দ্ব্যর্থক ) ; (আল-ইমরাণ, রু ১) ; কোরআনে স্ববিরোধী উক্তি নাই ( নেসা, রু ১১ ) ; "নিষ্কলুষ ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর লোকে কোরআন স্পর্শ করিবে না" (আল-ওয়াকেয়াহ, রু ৩)।

কোরআনের বহু আয়াতকে যাহারা কেচ্ছা বা রূপ কথা মনে করেন, কোরআনের কতক আয়াতকে যাহারা মনস্থ বা বাতিল সাব্যস্ত করেন, হাজার বৎসর আগেকার গুদাম পচা মুস্তেকে যাহাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত, কাফেরকে অনন্ত কাল নরকে রাখার অবিত্র আবেগ যাহাদের অপরিসীম, এবং কুফরের ফতুয়া দিয়া যাহারা উল্লসিত হন, কোরআনের পবিত্র বাণী স্পর্শ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

কোরআনের ভাষা অতি স্পষ্ট। আল্লাহ কোরআনকে "কোরআনম-মুবীন—স্পষ্ট কোরআন" বলিয়াছেন ; "অলাম ইয়াজআল লাহু ইউয়াজা—ইহাতে বক্রতা নাই" (কাহাফ, রু ১) বলিয়াছেন।

কোরআন সব সময় হাতে রাখার উপযোগী একখানা নাতিবৃহৎ নাতিক্ষুদ্র গ্রন্থ (Handy Manual)। এক আয়াতের অর্থ করিবার সময় অপর আয়াতগুলির প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি রাখিলে কোরআন বুঝিতে ভুলের আশঙ্কা অতি অল্পই থাকে। ভুলের সম্ভাবনা তাদেরই বেশী যারা গবেষণার পরিবর্ত্তে পুরাতন তফসীরের কেতাব মুখস্ত করেন।

## হাদীস বুঝিতে ভুলের সম্ভাবনা বেশী

সারা জীবন যাহারা হাদীসের অধ্যাপনা করেন, তাহারাও এ দাবী করিতে পারেন না যে সমুদায় হাদীস পড়িয়াছেন এবং যাহা পড়িয়াছেন তাহার সব কথাই স্মরণ আছে।

বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি প্রভৃতি ছয়খানি হাদীস গ্রন্থকে সুন্নিগণ প্রামাণিক মনে করেন। শিয়ালগণ আল-কাফী, তাহজীবুল-আহকাম, নাহাজুল-বালাগা প্রভৃতি পাঁচ খানি হাদীসগ্রন্থকে প্রামাণিক মনে করেন। উভয় সম্প্রদায়েরই এতদ্ব্যতীত আরও বহু হাদীসের কেতাব আছে। সুন্নিগণ শিয়াদের কেতাব পড়ে না ; শিয়াগণ সুন্নিদের কেতাব পড়ে না ; কেহ পড়িলেও দোষ ত্রুটির অনুসন্ধানই মুখ্য উদ্দেশ্য। নিষ্কাম সাধক কেহ থাকিলেও তাহার পক্ষে যাবতীয় হাদীসগ্রন্থ পাঠ করার মত পরিবেশের অভাব। কোথায় পাইবে বিরাট গ্রন্থাগার যেখানে সমুদায় হাদীসের কেতাব আছে ? কে করিবে মুহাদ্দেষগণের অসংখ্য মতভেদের মীমাংসা ? কোরআনের সাহায্যে হাদীসের বিচার করাই একমাত্র বাস্তব উপায়।

# কোরআন হইতে কিঞ্চিৎ

—রওশন

## ২। "বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহীম"

কোরআন করীমে মোট ১১৪টি সুরা আছে। একমাত্র সুরা 'তওবা' ব্যতীত অপর প্রত্যেকটি সুরার প্রথম আয়াত "বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহীম"। এতদ্ব্যতীত 'নমল' নামক সুরার ৩০তম আয়াতের শেষ অংশও "বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহীম"। এই আয়াতটিকে সংক্ষেপে বলা হয় 'বিসমিল্লাহ'। ইহার অপর সংক্ষিপ্ত নাম 'তসমিয়াহ'।

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস হইতে প্রমাণিত হয়, 'বিসমিল্লাহ' কোরআন করীমের প্রত্যেক সুরার প্রথম আয়াত। তিনি বলিয়াছেন, 'বিসমিল্লাহ' অবতীর্ণ হইলেই রসুলুল্লাহ ছঃ বুঝিতেন যে নূতন সুরার অবতরণ আরম্ভ হইল।

সুরা 'তওবার' প্রথমে 'বিসমিল্লাহ নাই। বস্তুতঃ ইহা একটি স্বতন্ত্র সুরা নহে; সুরা 'আনফালের' পরিশিষ্ট। বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্বের কারণে ইহাকে স্বতন্ত্র সুরা ধরা হয়। কোরআন করীম হইতেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়।

নবুয়ত প্রাপ্তির সূচনায় রসুলুল্লার প্রতি আল্লার সর্বপ্রথম আদেশ ছিল—"ইকরা বিইসমে রব্বিকা—তোমার প্রভুর নাম লইয়া পাঠ (বা আবৃত্তি) কর"। প্রত্যেক নূতন অধ্যায়ের সূচনায় 'বিসমিল্লাহ' অবতীর্ণ হওয়া এই আদেশেরই রূপায়ণ।

রসুলুল্লাহ প্রত্যেক কাজের সূচনায় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করিতেন। প্রত্যেক মুসলমান তাঁহার এই আদর্শ অনুসরণ করে (অজ্ঞতা বশতঃ কেহ কেহ না করিতে পারে)।

মানব জীবনের সুনিয়ন্ত্রণের জন্য 'বিসমিল্লার' গুরুত্ব খুব বেশী। এই আয়াতে সাতটি শব্দ আছে; যথা—বি+ইসম+আল্লাহ=বিসমিল্লাহ; আল+রহমান+আল+রহীম। সন্ধি হইয়া সাতটি শব্দ তিনটি শব্দের আকার ধারণ করিয়াছে।

'বি' অর্থ সহিত, দ্বারা। 'ইসম' অর্থ নাম; ব্যক্তি, বস্তু বা গুণবাচক নাম। আল্লাহ বিশ্বস্রষ্টার সত্তাজ্ঞাপক বিশিষ্ট নাম (Proper Noun)। আরবী ভাষায় একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা ব্যতীত আর কোন সত্তাকে এই নাম দেওয়া হয় না। ইহার লিঙ্গান্তর বা বচনান্তর নাই।

ইসলামের আলেমগণ বলেন, বিশ্বস্রষ্টার ৯৯টি নাম আছে। হিন্দু পণ্ডিতগণ বলেন, তাঁহার সহস্রটী নাম আছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ নিজ নিজ ভাষায় বিশ্বস্রষ্টা সম্বন্ধ তাঁহাদের অনুভূতিকে শাব্দিক রূপ দিয়াছেন বিভিন্ন নামের সাহায্যে। এই সকল নামের সংখ্যা বড় কথা নহে; নামগুলির অন্তর্নিহিত সত্যই বড় কথা। "যাবতীয় সুন্দর নামই আল্লার"। সমুদায় সুন্দর নামের কেন্দ্রীয় সত্তাকে বুঝাইবার জন্য আরবী ভাষায় আল্লাহ শব্দটী ব্যবহৃত হয়। অপর নামগুলি আল্লাহ নামের বিশেষণ হইতে পারে; আল্লাহ নামটী অপর কোন নামের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় না।

'রহমান' ও 'রহীম' আল্লার কৃপাজ্ঞাপক দুইটী নাম। উভয় নামই 'রাহেমা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রাহেমা' অর্থ তিনি কৃপা করিয়াছেন; তিনি সদয় হইয়া কল্যাণ করিয়াছেম; তিনি ক্ষমা করিয়াছেন। এই ধাতুগত অর্থ রহমান ও রহীম উভয় শব্দেই বিদ্যমান, তবে একটা পার্থক্য আছে।

সুখ-সম্পদ বলিতে মানুষ যাহা কিছু উপভোগ করে, তাঁহার কতকাংশ নির্ভর করে মানুষের নিজ নিজ কর্মের উপরে; এবং অবশিষ্ট সমস্তই পায় বিনা পরিশ্রমে। আল্লার 'রহীম' নাম শ্রমলব্ধ সুখ-সম্পদ সংশ্লিষ্ট ঐশী কৃপাজ্ঞাপক এবং 'রহমান' নাম তাঁহার অপর যাবতীয় কৃপাজ্ঞাপক।

'রহীম' শব্দটী 'রহমত' বা করুণার পৌনপুনিকতার ইঙ্গিত করে। যতবার কাজ করিবে, ততবার ফল পাইবে। কোন কাজই নিস্ফল হইবে না। 'রহীমের' রাজ্যে বেগার প্রথা নাই; পক্ষপাতিত্ব নাই; নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

'রহমান' শব্দটী 'রহমত' বা করুণার ব্যাপকতা ও চরমতা প্রকাশ করে। বাংলায় ইহার অর্থ করিতে পারি সর্বভূতে চরম কৃপাশীল। আস্তিক, নাস্তিক, সাধু, অসাধু নির্বিশেষে সকলেই রহমানের কৃপা পায়। আমার আবশ্যকতা আমি জানি না, কিন্তু রহমান জানেন এবং অযাচিতভাবে তিনি তাহা পূরণের ব্যবস্থা করেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে রহমান মায়ের বুকে দুধ এবং অন্তরে করুণার সৃষ্টি করেন।

শক্তি, সুযোগ ও উপকরণ মাত্রই রহমানের দান। এই সমুদায়ই আমাদের মূলধন। ইহার কোনটার অভাব হইলে আমরা কিছুই করিতে পারি না। এই সমুদায়ের সদ্ব্যবহার করিলে 'রহীম' আমাদিগকে পুরস্কৃত করেন। রহীমের দান নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে আসে। স্বজনপ্রীতি বলিয়া কোন কিছু রহীমের রাজ্যে নাই। যথোচিতভাবে শক্তি, সুযোগ ও উপকরণের ব্যবহার কর। তবেই 'রহীমের' কৃপা পাইবে; অন্যথা পাইবে না।

জড়বাদিগণ রহমানের প্রতি উদাসীন। শক্তি, সুযোগ ও উপকরণকেই তাহারা সবকিছু মনে করে। ইহার কোনটার অভাব হইলে তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে; কেহ কেহ আত্মহত্যা করে। রহমানের প্রতি যাহাদের আস্থা আছে, তাহারা কখনও হতাশ হন না। তাহারা জানেন, রহমান কোন বাস্তব আবশ্যকতাই অপূর্ণ রাখেন না। আমাদের যে অভাব পূরণের উপকরণ পাই না, তাহা হয় ত আমাদের অনুসন্ধানের ত্রুটীর কারণে, অথবা অবাস্তব, অথবা রহীমের কোন বিধান লঙ্ঘনের কারণে। তওবা ইস্তিগফার কর; রহীম পথ দেখাইয়া দিবেন।

তথাকথিত ধার্মিকগণ রহীমের প্রতি উদাসীন। শক্তি, সুযোগ ও উপকরণ অবহেলা করা যে মহাপাপ, এ কথা ইহারা ভুলিয়া যায়। ইহারা মনে করে, আমি যেহেতু ধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলি করিয়া যাইতেছি, আল্লার হুজুরে যাহাই প্রার্থনা করিব, তাহাই তিনি দিবেন। আম গাছে কাঁঠাল হয় না; কাঁঠাল গাছেও আম হয় না। তুমি ধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলি কর। অবশ্যই উহার ফল পাইবে। তুমি জ্ঞান চর্চা কর না। তোমার মূর্খতা যাইবে কিরূপে? তুমি শরীর চর্চা কর না; উপযুক্ত আহার কর না। তোমার দেহ বলিষ্ঠ হইবে কিরূপে? বিবাহ করিও না। সারা জীবন দোয়া করিলেও তুমি সন্তানের পিতা হইতে পারিবে না।

'আল' অব্যয় পদ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। রহমান ও রহীমের সহিত ব্যবহৃত 'আল' করুণার সমগ্রতা বা পরিপূর্ণতা প্রকাশক।

আল্লাহ, রহমান ও রহীমের ব্যাখ্যা হইতে এ কথা স্পষ্ট যে বিসমিল্লার বাংলা অনুবাদ করা সম্ভব নহে। এই তিনটি শব্দকে বাংলা ভাষার অঙ্গরূপে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। বিসমিল্লার বাংলা অনুবাদ হইবে—রহমানুর রহীম আল্লার নামে আরম্ভ করিলাম।

বিসমিল্লাহ তওরীতের (Old Testament) একটী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছে। আল্লাহ হজরত মুসাকে বলিয়াছিলেন—

"আমি উহাদের (ইহুদিদের) জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন।

"আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত করিবে না, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব।" (Deuteronomy দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ : ১৮-১৯)

এই উদ্ধৃতির 'আমার নামে' 'বিসমিল্লার' অনুবাদ।

কোরআন করীমে রসুলুল্লাহকে মুসার সদৃশ বলা হইয়াছে। হাদীসে মুসলমান জাতিকে ইহুদি সদৃশ বলা হইয়াছে—এই উম্মতের সত্যদ্রষ্টা আলেমগণকে ইহুদি জাতির নবীদের সদৃশ বলা হইয়াছে এবং এই উম্মতের অধঃপতিতদিগকে ইহুদি জাতির অধঃপতিতদের সদৃশ বলা হইয়াছে।

———

# রোজা সম্বন্ধে কতকগুলি জানার কথা

—মোহাম্মাদ

রমজানের রোজা ইসলামের পাঁচটি আরকানের মধ্যে একটি। এ সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "হে মোমেনগণ! রোজা তোমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের জন্য করা হইয়াছিল, যেন তোমরা তাকওয়া করিতে পার।" (সুরা বকর—২৩ রুকু)। রোজার উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্থাৎ সকল প্রকার মন্দ অভ্যাস হইতে মুক্তিলাভ।

রোজার মধ্যে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এ সময়ে অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ, পরদ্রব্য হরণ, কটু ও মিথ্যা কথা বলা, পর নিন্দা, পর চর্চ্চা, কুদৃষ্টি, জুলুম ইত্যাদি সকল প্রকার অন্যায় হইতে সংযত থাকা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা প্রভৃতি মন্দকাজ পরিহার করে না, তাহার পক্ষে আহার ও পানীয় ত্যাগ করায় (অর্থাৎ রোজা রাখায়) আল্লাহতায়ালার কোন প্রয়োজন নাই। (বুখারী)। তাহার রোজা রাখা শুধু উপাস করাই সার। আল্লাহতায়ালার আদেশে হালাল ত্যাগের অভ্যাসের উদ্দেশ্য হারাম হইতে সকল অবস্থায় সম্পূর্ণ বিমুখ হওয়ার সবক ও শক্তি সঞ্চয় করা। আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য সাময়িকভাবে আমরা হালালও ত্যাগ করি। যেগুলিকে তিনি হারাম করিয়াছেন সেগুলি হইতে আমাদিগের কতদূরে থাকা উচিত তাহা বিবেচ্য।

রোজা শরীরের উপর জুলুম নহে। ইহা শরীরের অনেক রোগের বীজাণু নষ্ট করে এবং অন্তরে পাপের ক্রিয়া ও পাপের প্রবণতা নষ্ট করে। ইহা মানবকে ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী করে।

রোজার ফলে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ হয়। পবিত্র কোরানে আল্লাহতায়ালা রোজা রাখার আদেশ দিয়াই বলিয়াছেন, "যখন আমার বান্দাগণ জিজ্ঞাসা করে আমার সম্বন্ধে, সুনিশ্চিত জানিও আমি খুব নিকটে আছি। আমাকে যখন কেহ ডাকে আমি তাহাকে সাড়া দিয়া থাকি। অতএব আমার (রমজানের রোজার) ডাকে তাহাদিগের সাড়া দেওয়া ও বিশ্বাস করা উচিত। তাহা হইলে তাহারা সঠিক পথে চলিতে পারিবে।" (সুরা বকর ২৩ রুকু)। রোজার সঠিক পালন মানবকে সঠিক পথে চলিবার শক্তি দেয়।

দেহের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য সুখাদ্য জরুরী। আত্মার পরিপুষ্টি ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য রোজা সেইরূপ জরুরী।

আল্লালতায়ালা খাদ্যের জরুরত হইতে পাক। রোজাদার রোজার মধ্যে আল্লাহতায়ালার এই সেফাতের নকল করে; আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়ার জন্য একমাস মকস করে। খাদ্য হইতে বিরত থাকার সহিত মানব যখন তাকওয়াকে সংযুক্ত করে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অন্যায় পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার নেকির দিকে রুজু করে, তাহার আত্মা তখন হইতে ক্রমশঃ প্রকৃতি প্রদত্ত আপন রূপ ধারণ করিতে করিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে ও আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ করে। ইহলোকে জড়জরুরতে আবদ্ধ থাকার কারণে এই নৈকট্য অতি সীমাবদ্ধ আকারে হইয়া থাকে। জড় খাদ্যের প্রয়োজন শেষ করিয়া মোমেন যেদিন পরলোক গমণ করে সেদিন তাহার পূর্ণ নৈকট্য লাভ করিবার দিন আসে ও লাভ করে।

প্রত্যেক নেকির পুরস্কার দশ হইতে সাতশত গুন। রোজার পুরস্কার আল্লাহতায়ালা স্বয়ং। (বুখারী ও মুসলেম)

রমজান আরম্ভ হইবার এক বা দুই দিন পূর্ব্ব হইতে রোজা রাখা নিষিদ্ধ যদি না বরাবর এরূপ অভ্যাস থাকে। (ঐ)

চাঁদ দেখিয়া বা দেখার সঠিক সংবাদে রোজা রাখ এবং রমজান শেষ কর। (ঐ)

প্রভাতের পূর্ব্বে রোজার নিয়ত (এরাদা) না করিলে রোজা হয় না। (তিরমিজি, আবু দাউদ ও নেসায়ী) "আহার ও পান কর যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফজরে দিনের আলো রাত্রির অন্ধকার হইতে স্পষ্ট হইয়া না উঠে।" (আল-কোরআন সুরা বকর ২৩ রুকু)

প্রভাতের পূর্ব্বে ছেহরী খাও, ইহাতে বরকত রহিয়াছে। (বুখারী ও মুসলেম) মুসলমান ও আহলে কিতাবগণের মধ্যে প্রভেদ ছেহরী খাওয়ায়। (মুসলেম) পানপাত্র হাতে থাকা অবস্থায় কাণে ফজরের আজান আসিলে, আহার পরিত্যাগ না করিয়া জরুরত পুরা করিবে। (আবু দাউদ)

সূর্য্য ডোবার সঙ্গে রোজার ইফতারের সময় হয়। (বুখারী)। যে সকল বান্দা রোজার ইফতারী করিতে শীঘ্র করে তাহারা আল্লাহতায়ালার দৃষ্টিতে বড়ই প্রিয়। (তিরমিজি)। মানব সাধারণ (মুসলমানগণ) উন্নতিশীল থাকিবে যতদিন তাহারা শীঘ্র রোজা ইফতার করিবে। ধর্ম্ম প্রবল থাকিবে যতদিন মানব সাধারণ (মুসলমানগণ) শীঘ্র ইফতার করিবে, কারণ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ (ইফতার করিতে) বিলম্ব করে। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)

ভুলিয়া পানাহার করিলে, আপনা হইতে বমি হইলে, অনিচ্ছাকৃত রেতঃপাতে, কুল্লি করিয়া পানি ফেলিয়া দেওয়ার পর মুখের লালার মিলিত পানি পেটে যাইলে রোজা ভাঙ্গে না। (মিশকাত)

রোজার সময়ে দিনে বার বার মুখ মাজিয়া পরিস্কার ও গন্ধশূন্য করা সুন্নত। রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহতায়ালার নিকট প্রিয় (আধোয়া মুখের পচা গন্ধ প্রিয় নহে)। সর্ব্বপ্রকার নিষিদ্ধ ও অবাঞ্ছিত কথা হইতে সংযত সত্যবাদীর মুখে আল্লাহতায়ালার গুণগান, পবিত্র কোরআন পাঠ, বিগলিত হৃদয় হইতে উচ্ছসিত বিনয় নম্র দোয়া ও সুমিষ্ট ভাষায় পবিত্র আলোচনা ও সদালাপ আল্লাহতায়ালার নিকট প্রিয়।

"তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসে (রমজানে) উপস্থিত থাকিবে সে রোজা রাখিবে; যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং সফরে আছে সে অন্য সময়ে রোজা পুরা করিবে। আল্লাহ তোমাদিগের জন্য আরাম চাহেন, ক্লেশ চাহেন না।" (সুরা বকর ২৩ রুকু)

নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা মুসাফেরের জন্য অর্দ্ধেক নামাজ এবং মুসাফের, স্তন্যদায়িনী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীর স্কন্ধ হইতে রোজা নামাইয়া দিয়াছেন। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা ইত্যাদি)। যে ব্যক্তি রমজান মাসে সফরের মধ্যে রোজা রাখে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আপন গৃহে (বিনা উজরে) রমজানের রোজা না রাখে। (ইবনে মাজা)। ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য সফরে রোজা নাই। (বুখারী)।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে সফরের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। হজরত মসিহ মউদ (আঃ) বলিয়াছেন, "সাহাবা কেরাম (হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর সাহাবাগণ) তিন ক্রোশের যাত্রাকেও সফর বলিয়াছেন। ব্যাধি অল্প কি বেশী এবং সফর ছোট কি বড় আল্লাহতায়ালা বলেন নাই। তিনি সাধারণভাবে আদেশ দিয়াছেন এবং ইহার উপর আমল করা কর্ত্তব্য। রোগী ও মুসাফের রোজা রাখিলে তাহাদিগের উপর আদেশ ভঙ্গের অপরাধ বর্ত্তিবে।" তিন ক্রোশের সফর সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, "আপন নিয়ত ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবে। এইসব ব্যাপারে তাকওয়ার খুব খেয়াল করিবে। যে ব্যক্তি কারবার উপলক্ষে সর্ব্বদা ভ্রমণে যায় তাহার সফর সফর হইবে না। সফর তখনই হয়, যখন মানুষ খাস করিয়া এই উদ্দেশ্যে বাহির হয়। আপন দিলের এতমিনানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যেখানে বিনা দ্বিধায় মোমেনের দিল ফতওয়া দেয় উহাই সফর।" এতদ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে ব্যবসায় বা চাকুরীর জন্য যাহাদিগের সদা ভ্রমণ করিতে হয় তাহাদিগের ভ্রমণ রোজার জন্য সফর হইবে না। ফল কথা পবিত্র রমজান মাসে অসুস্থ ব্যক্তি, স্তন্যদানকারিনী মাতা, গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও মুসাফেরের জন্য রোজা রাখা নিষিদ্ধ। অন্য সময়ে এই রোজা রাখিতে হইবে।

(অবশিষ্টাংশ শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন)

# আমার শিক্ষা

আমি 'বাইয়াত' করিয়াছি, মৌখিক এ কথা বলার কোনই মূল্য নাই, যদি আন্তরিকতার সহিত 'বাইয়াত' অনুযায়ী কাজ করা না হয়।

খোদার বাণীতে প্রতিশ্রুতি আছে,—"তোমার গৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আমি রক্ষা করিব।" ইহার অর্থ এ কথা বুঝিতে হইবে না যে যাহারা আমার এই মাটির বা ইটের গৃহে বাস করে, শুধু তাহারাই আমার গৃহের অন্তর্ভুক্ত। যাহারা আমার শিক্ষা অনুযায়ী চলে, তাহারা আমার আত্মিক গৃহে বাস করে।

বাইয়াতকারীকে যে সকল কথা পালন করিতে হইবে তাহা এই—বাইয়াতকারী নিশ্চিত বিশ্বাস রাখিবে যে খোদা আছেন; তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও চিরঞ্জীব। সব কিছুই তাঁহার সৃষ্টি। তিনি অনাদি, অনন্ত এবং অপরিবর্ত্তনশীল। তিনি কাহারও পুত্র নহেন এবং কেহই তাঁহার পুত্র নহে। ক্রুশে আরোহণ, যন্ত্রণাভোগ এবং মরণের অতীত তিনি। দূরে থাকিয়াও তিনি নিকটে এবং নিকটে থাকিয়াও দূরে। তিনি একক, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ বহু। মানুষ তাহার প্রত্যেক নূতন পরিবর্ত্তনের সহিত খোদার নূতন রূপ দেখিতে পায়; স্বীয় নূতন পরিবর্ত্তনের অনুপাতে খোদার মধ্যেও নূতন পরিবর্ত্তন দেখিতে পায়। খোদার মধ্যে অবশ্যই কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না। অনাদিকাল হইতেই তিনি পরিপূর্ণ এবং পরিবর্ত্তনের অতীত। মানুষের পরিবর্ত্তন যখন পুণ্যের দিকে যায়, খোদার পরিবর্ত্তন তখন মঙ্গলময় নূতন রূপ ধারণ করে। মানুষ তাহার প্রত্যেক পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনে খোদার শক্তিমত্তার শ্রেষ্ঠতর বিকাশ দেখিতে পায়। মানুষের মধ্যে পরিবর্ত্তন যেখানে অসাধারণ, খোদার শক্তির প্রকাশও সেখানে অসাধারণ। অসাধারণ বা অলৌকিক ব্যাপারের (মোজেজার) মূলীভূত সত্য ইহাই।

এইরূপ খোদায় বিশ্বাসী হওয়া আমার সম্প্রদায়ভুক্ত থাকার শর্ত্ত। তাহাতে বিশ্বাসী হও। যাবতীয় আত্মীয়-বন্ধু, সুখ-সম্পদ, এবং স্বীয় জীবন হইতেও তাঁহাকে বড় জানিবে। বীরত্বের সহিত তাহার পথে একাগ্রতা ও অধ্যবসায় দেখাও। সংসারাসক্ত লোকেরা সহায় সম্বল ও আত্মীয় বান্ধবকে বড় মনে করে। তোমরা তাঁহাকেই বড় মনে করিবে। তবেই স্বর্গে তোমরা তাঁহার সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অনুগ্রহব্যঞ্জক নিদর্শন দেখান খোদার সনাতন রীতি। তাঁহার অনুগ্রহের নিদর্শন তোমরাও দেখিতে পার, যদি তোমরা তাঁহা হইতে দূরে না থাক; তাঁহার ইচ্ছাই যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়; তাঁহার সন্তোষই যদি তোমাদের সন্তোষ হয়; যদি তাঁহার ইচ্ছার নিকটে আত্মসমর্পণ কর এবং সফলতা ও বিফলতার যাবতীয় অবস্থায় সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া পড়িয়া থাক। খোদা দীর্ঘ কাল গুপ্ত রহিয়াছেন। তোমরা এইরূপ হও; তিনি তোমাদের মধ্যে প্রকাশমান হইবেন। তোমাদের মধ্যে কে আছে তাঁহার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে এইরূপ জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত লিখনের বিরুদ্ধে আপত্তি করিবে না?

বিপদ দেখিলে আরও আগে বাড়িবে। ইহা তোমাদের উন্নতির উপায়। জগৎময় তৌহীদ প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বশক্তি চেষ্টা করিবে। মানুষের প্রতি দয়া দেখাইবে। জিহ্বা, হাত বা অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কাহাকেও পীড়া দিবে না। সৃষ্টির কল্যাণ চেষ্টা করিবে। অধীন ব্যক্তির উপরেও অহঙ্কার দেখাইবে না। কেহ গালি দিলেও তাহাকে গালি দিবে না। নম্র, সহিষ্ণু, সদাশয় এবং মানবের প্রতি সহানুভূতিশীল হও। তবেই তোমরা খোদার প্রিয় হইতে পারিবে।

বহু লোক আছে যাহারা বাহিরে মেষ, কিন্তু ভিতরে নেকড়ে বাঘ। তাহাদের বাহির সরল, ভিতরে গরল। ভিতর বাহির একরূপ না হইলে তোমরা খোদার প্রিয় হইতে পারিবে না। বড় ছোটকে ঘৃণা করিবে না; দয়া করিবে। বিদ্যার অহঙ্কারে বিদ্বান বিদ্যাহীনকে অপমান করিবে না; সদুপদেশ দিবে। ধনী অভিমানে স্ফীত হইবে না; দরিদ্রের সেবা করিবে। ধ্বংসের



যাবতীয় পথ হইতে ভীত থাকিবে। খোদাকে ভয় করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ থাকিবে। আল্লার সৃষ্ট কোন কিছুরই পূজা করিবে না। সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বীয় প্রভুর অভিমুখী হইবে! সংসারাসক্তি হইতে মন ফিরাইয়া রাখিবে এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে তাঁহার হইয়া জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে। তিনি পবিত্র। তাঁহাকে পাইবার জন্য যাবতীয় পাপ ও অনাচার পরিহার করিবে। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয়, তোমরা 'তাকওয়ার' সহিত নিশা যাপন করিয়াছ। প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয়, তোমরা সততার সহিত দিন যাপন করিয়াছ। জগতের নিন্দাকে ভয় করিও না; দেখিতে দেখিতে উহা ধূয়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। জগদ্বাসীর অভিসম্পাত দিনকে রাত্ত করিতে পারে না। খোদার অভিসম্পাতকে ভয় করিবে। উহা আকাশ হইতে নামিয়া আসে এবং যাহার উপরে আসে তাহার ইহকাল পরকাল উভয়ই বিনষ্ট করে। ভণ্ড তপস্বী সাজিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নহে। খোদার দৃষ্টি মানব হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তাঁহাকে প্রতারণা করা সম্ভব নহে! সহজ, সরল, পবিত্র এবং খাঁটি মানুষ হও। তোমাদের মধ্যে লেশমাত্র অন্ধকার থাকিলেও উহা তোমাদের সমুদায় আলোক তিরোহিত করিবে। অহঙ্কার, কপটতা, আত্মম্ভরীতা বা শিথিলতা একটুও যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তোমরা খোদার গ্রহণযোগ্য নও।

দুই চারিটি কথা পালন করিয়া মনে করিও না যে কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছ। খোদা তোমাদের মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন দেখিতে চান। মরণ বরণ করিতে প্রস্তুত হও। তবেই তিনি তোমাদিগকে অভিনব জীবন দিবেন।

পরস্পর সৌহার্দ্দ্য স্থাপন কর। অপরাধী ভাইকে ক্ষমা কর। ভাইদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে যে ব্যক্তি আনন্দ পায় না সে নরাধম। সে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং তাহাকে বর্জ্জন করা হইবে। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব পরিহার করিবে। অন্তর্বিবাদের অবসান করিবে। সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার অপমান স্বীকার করিবে; তবেই ক্ষমা লাভ করিবে। কামনার বিশালতা পরিহার কর। তোমাদের প্রবেশ দ্বার বিশাল দেহের উপযোগী প্রশস্ত নহে। এই সমুদায় উপদেশ যে মানে না সে হতভাগ্য। ইহা খোদার কথা; আমি ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। যদি আকাশে খোদার সন্তোষ চাও, পরস্পর সহোদর ভাইয়ের ন্যায় হও। তোমাদের মধ্যে তাহারাই বড়, যাহারা অপরাধী ভাইদিগকে ক্ষমা করে। ক্ষমা করিবে না বলিয়া যে ব্যক্তি জিদ করে, সে হতভাগ্য। তাহার সহিত আমার কোনই সংস্রব নাই।

খোদার অভিশাপকে ভয় করিবে। তিনি পবিত্র এবং অনাচারীর প্রতি ক্রোধশীল। পাপাচারী তাঁহার নিকটে পৌছিতে পারে না। অহঙ্কারী তাঁহার নিকটে পৌছিতে পারে না। অত্যাচারী তাঁহার নিকটে পৌছিতে পারে না। বিশ্বাসঘাতক তাঁহার নিকটে পৌছিতে পারে না। তাঁহার মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য যে ব্যক্তি আকুল নহে, সে তাঁহার নিকটে পৌছিতে পারে না। শকুন কুকুর বা পিপীলিকার ন্যায় যে ব্যক্তি সংসারকে আকড়িয়া ধরে, সংসার সম্ভোগেই যে ব্যক্তি সুখী, সে তাঁহাকে পায় না। অপবিত্র চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অপবিত্র হৃদয় তাঁহার সন্ধান পায় না। তাঁহার জন্য যে ব্যক্তি আগুণে প্রবেশ করে, নরকের আগুণ হইতে সে উদ্ধার পাইবে। তাঁহার উদ্দেশে যে ব্যক্তি কাঁদে, সে হাসিবে। তাঁহার উদ্দেশে যে সংসার ছাড়ে, সে তাঁহাকে পাইবে। একান্ত মন, পূর্ণ একাগ্রতা ও উৎসাহের সহিত তাঁহার বন্ধু হও; তিনিও তোমাদের বন্ধু হইবেন। অধীন লোক, স্ত্রী এবং দরিদ্র ভাইদের প্রতি করুণা দেখাও; আকাশ তোমাদের প্রতি করুণা দেখাইবে। সত্য সত্যই তাঁহার হও; তিনিও তোমাদের হইবেন।

পৃথিবী বহু বিপদের স্থান। প্লেগও একটি বিপদ। দৃঢ়ভাবে খোদার হাত ধর; সমুদায় বিপদ তিনি দূরে রাখিবেন। আকাশের আদেশ ব্যতীত পৃথিবীতে কোন বিপদই আসে না। আকাশের আদেশ না পাইলে কোন বিপদই যায় না। শাখা না ধরিয়া কাণ্ড ধর। তোমাদের পক্ষে ইহাই বুদ্ধিমানের

কাজ হইবে। ঔষধ বা চিকিৎসা অবলম্বন করিতে নিষেধ করিতেছি না; উহার উপর ভরসা করিতে নিষেধ করিতেছি। খোদা যাহা ইচ্ছা করেন পরিণামে তাহাই ঘটিবে। রক্ষা করিবার জন্য যদি কোন শক্তি থাকে, তবে 'খোদা ভরসাই' সেই শক্তি।

তোমাদিগকে আর একটি অপরিহার্য্য উপদেশ দিতেছি। কোরআন শরীফকে অবহেলা করিও না। ইহার মধ্যেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে। কোরআনকে সম্মান দেখাও; আকাশে সম্মান পাইবে। কোরআনকে যাহারা যাবতীয় হাদীস ও উক্তির উপরে স্থান দিবে, আকাশে তাহারা সকলের উপরে স্থান পাইবে। এখন পৃথিবীর বুকে কোরআন ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ নাই এবং মহম্মদ মস্তফা ছঃ আঃ অছাল্লাম ব্যতীত আর কোন ত্রাণকর্ত্তা রসুল নাই। এই গৌরবমণ্ডিত নবীর সহিত অকৃত্রিম প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে। তাঁহার উপরে অপর কাহাকেও কোনরূপ শ্রেষ্ঠতা দিও না। আল্লার হুজুরে তবেই তোমরা মুক্তির অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে। স্মরণ রাখিবে, মরণের পরপারের মুক্তিই মুক্তি নহে। সত্যিকারের মুক্তির আলোক ইহলোকেই দেখা যায়।

মুক্তির অধিকারী কে? যাহার সুনিশ্চিত জ্ঞান হইয়াছে যে সত্য সত্যই খোদা আছেন এবং তাঁহার সহিত সংযোগ লাভের জন্য মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লামই যোগসূত্র। আকাশের নিম্নে তাঁহার তুল্য আর কোন রসুল নাই এবং কোরআনের তুল্য আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নাই। এই নবী-শ্রেষ্ঠকে খোদা অমর করিয়াছেন। আর কাহাকেও তিনি অমর করেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মব্যবস্থা এবং তাহার আত্মিক কল্যাণ কেয়ামত পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। এইরূপে খোদা তাঁহার অমরত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রতিশ্রুত মসীহ তাঁহারই আত্মিক শক্তির বিকাশ। ইসলামী সৌধের পরিপুষ্টির জন্য প্রতিশ্রুত মসীহের আগমণ অপরিহার্য্য ছিল। মুসার ধর্ম্মে একজন মসীহ আসিয়াছিলেন। মহম্মদী ধর্ম্মেও তদ্রূপ একজন মসীহ না আসা পর্য্যন্ত প্রলয় কাল আসিতে পারে না।

"আমাদিগকে সরল পথ দেখাও;
তাঁহাদের পথ দেখাও, যাহাদের প্রতি
অনুগ্রহ করিয়াছ" কোরআন শরীফের এই আয়াত ইহাই ইঙ্গিত করিতেছে। মুসা (আঃ) ছিলেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের উত্তরাধিকারী। মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লাম মুসার উত্তরাধিকারী। মহম্মদীয় ধর্ম্ম মুসার ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। তবে মহিমায় ইহা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

মুসার উপমান মুসা হইতে শ্রেষ্ঠ। মরিয়ম-পুত্রের উপমানও মরিয়ম পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। মরিয়ম পুত্র আসিয়াছিলেন মুসার পর চতুর্দ্দশ* শতাব্দীতে। মরিয়ম পুত্রের উপমান মসীহও আসিয়াছেন মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লামের পর হিজরী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে। এই সাদৃশ্য শুধু সময়ের ব্যবধানেই সীমাবদ্ধ নহে। মরিয়ম পুত্রের সময়ে ইহুদী জাতির অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহার উপমান মসীহের সময়কার মুসলমান জাতির অবস্থাও অবিকল তদ্রূপ হইয়াছে।

আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ। খোদা যাহা চান তাহাই করেন। যে ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে সে নির্ব্বোধ। তাঁহার কাজে আপত্তি করিয়া যে বলে, এইরূপ নহে ঐরূপ হওয়া উচিত, সে মূঢ়। তিনি আমাকে বহু স্পষ্ট নিদর্শন সহকারে পাঠাইয়াছেন। ইহার সংখ্যা দশ হাজারের কম নহে। প্লেগ ইহার মধ্যে একটি নিদর্শন। আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আন্তরিকতার সহিত যে কেহ আমার অনুগামী হইবে এবং আমার অনুকূলে স্বকীয় অভিমত পরিহার করিবে, এই বিপদের দিনে আমার আত্মিক কল্যাণ তাহাকে নিরাপদ রাখিবে।

হে জনমণ্ডলি, তোমরা যাহারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দাও, আকাশে তখনই তোমরা আমার সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইবে, যখন তোমরা সত্য সত্যই ধর্ম্মপরায়ণতার (তাকওয়ার) পথে চলিতে থাকিবে। দৈনিক পাঁচ বারের নামাজ সতর্কতা ও অভিনিবেশ সহকারে সমাধা করিবে, যেন খোদাকে দেখিতেছ। খোদার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সহিত রোজা পালন করিবে। জাকাতের উপযোগী ব্যক্তিগণ জাকাত দিবে। যাহাদের হজ করা উচিত, প্রতিবন্ধক কারণ না থাকিলে তাহারা অবশ্যই হজ করিবে। পুণ্য কাজ সুচারুভাবে সমাধা করিবে। পাপ কাজ ঘৃণার সহিত পরিহার করিবে। নিশ্চয় জানিবে, 'তাকওয়ার' অভাব থাকিলে কোন সাধনায়ই খোদাকে পাওয়া যায় না। 'তাকওয়া' যাবতীয় পুণ্যের ভিত্তি। এই ভিত্তি দৃঢ় থাকিলে কোন সাধনাই বিফল হয় না।

অতীতে বিশ্বাসীগণকে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তদ্রূপ তোমাদিগকেও বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। অশেষ প্রকারের বিপদ আপদ আসিবে। সাবধান তোমাদের যেন পদস্খলন না হয়। আকাশের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ় রাখ। পৃথিবী তোমাদের একটু অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমাদের অনিষ্ট তোমাদেরই হাতে; শত্রুর হাতে নহে। তোমাদের সমুদয় পার্থিব সম্মানও যদি নষ্ট হয়, খোদা আকাশে তোমাদিগকে অক্ষয় সম্মান দিবেন। অতএব খোদাকে ছাড়িও না। দুঃখ ও বঞ্চনা ভোগ তোমাদের জন্য অপরিহার্য্য। ইহাতে ক্ষুণ্ন হইও না। খোদা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান তোমরা তাঁহার পথে দৃঢ় আছ কি না। যদি চাও যে আকাশের ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে মার খাইয়া আনন্দ কর; গালি শুনিয়া ধন্যবাদ দাও; বিফলতা দেখিয়াও আল্লাকে ধরিয়া থাক। তোমরা খোদার শেষ মণ্ডলী। অতএব তোমরা পুণ্যের শেষ সীমা দেখাও। শিথিল হইও না। তোমাদের মধ্যে যে কেহ শিথিল হইলে, পচা জিনিষের ন্যায় মণ্ডলী হইতে সে দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাহার অপমৃত্যু ঘটিবে। খোদার ইহাতে একটু ক্ষতি হইবে না!

দেখ, আমি আনন্দের সহিত তোমাদিগকে জানাইতেছি যে খোদা সত্য সত্যই আছেন। মানুষ মাত্রই তাঁহার সৃষ্টি এ কথা সত্য। কিন্তু সেই ব্যক্তিকেই তিনি মনোনীত করেন যে তাঁহাকে মনোনীত করে; তাহার নিকটেই তিনি আসেন যে তাঁহার নিকটে যায়; তাহাকেই তিনি সম্মানিত করেন যে তাঁহাকে সম্মান দেখায়। পবিত্র চোখ, কাণ ও জিহ্বা এবং সরল মন লইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও। তবেই তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

ধর্ম্ম বিশ্বাস বলিতে খোদা তোমাদের নিকট যাহা চান তাহা এই—খোদা এক। মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লাম তাঁহার নবী; 'খাতামুল-আম্বিয়া'; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী। মহম্মদী গুণের বিকাশরূপে যিনি মহম্মদী বসনে ভূষিত হন, তদ্রূপ ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার পরে কোন নবী নাই। শাখা কাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র নহে। তদ্রূপ সেবক স্বীয় প্রভু হইতে স্বতন্ত্র নহে। হজরত 'খাতামুল-আম্বিয়ার' সেবক তাঁহার মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া খোদা হইতে নবী আখ্যা পাইতে পারে। ইহাতে 'খতম-নবুয়তের' ব্যতিক্রম হয় না। যখন আর্শির সামনে দাড়াও, বাহ্য দৃষ্টিতে তোমাকে এবং তোমার প্রতিবিম্বকে দুই ব্যক্তি মনে হইবে। বস্তুতঃ তুমি তখন দুই ব্যক্তি হও না, এক ব্যক্তিই থাক। প্রভেদ শুধু কায়ার ও ছায়ার। মসীহ মওউদ সম্বন্ধে আল্লার ব্যবস্থা এইরূপই। এই গূঢ় তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়া আঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লাম বলিয়াছেন, 'আমার কবরই মসীহ মওউদের কবর'; অন্য কথায় আঁ হজরত বলিয়াছেন, আমিই তিনি; আমা হইতে তিনি স্বতন্ত্র হইবেন না।

নিশ্চয়ই জানিবে, মরিয়ম-পুত্র ঈসার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কবর কাশ্মীরে, শ্রীনগর শহরের খান ইয়ার মহল্লায়*। খোদা স্বীয় মহিমান্বিত গ্রন্থ কোরআনে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন।

কোরআন করীমের যে সকল আয়াতে মরিয়ম-পুত্র ঈসার মৃত্যু সংবাদ

---

* ইহুদী জাতির সর্ব্বসম্মত অভিমত এই যে যীশু মুসার পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আসিয়াছিলেন।

* বহু খৃষ্টান পণ্ডিত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ Supernatural Religions ৫২২ পৃষ্ঠা এবং মৎপ্রণীত 'তোহফা গুলড়াবিয়াহ' পুস্তকের ১৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

দেওয়া হইয়াছে, আমার বিরুদ্ধবাদিগণ তাহার অন্য অর্থ করেন। তাহারা বলেন, কোরআন করীমে খোদা আমাদের রসুলের মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র কোরআনের কোথাও তিনি মরিয়ম-পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দেন নাই। তিনি কি অমর? কেহ কেহ বলেন, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এই আয়াতে—

"আমাকে মৃত্যুর অধীন করার পর তুমিই
তাহাদের (খৃষ্টানদের) পর্য্যবেক্ষক ছিলে"*

(সুরা মায়দা, রুকু ১৬)। ইহাদিগকে বলিতে চাই, এই আয়াত হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে হজরত ঈসার মৃত্যু হইয়াছিল খৃষ্টান জাতির বিপথগামী হওয়ার পূর্ব্বে। কেহ কেহ বলেন, এই আয়াতের 'ফালাম্মা তওয়াফ্ফায়তানী'র অর্থ "আমাকে সশরীরে আকাশে উত্তোলন করার পর"। জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তির জীবিত থাকার ধারণা লক্ষ লক্ষ লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সমগ্র কোরআনের কোথাও খোদা তাহার মৃত্যু সংবাদ দেন নাই কেন? লোকদিগকে মুশরিক ও ধর্ম্মহীন হইতে সহায়তা করাই কি খোদার অভিপ্রেত? অসংখ্য লোক পথভ্রষ্ট হইয়াছে। ইহারা অপরাধী নহে কি? খোদা ঈসাকে চিরজীবি করিয়া থাকিলে ইহারা অপরাধী কিরূপে?

উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবে, মরিয়ম পুত্র ঈসার মৃত্যু হইয়াছে। এই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ক্রুশবাদের মরণ নাই। কোরআনের শিক্ষার বিপরীত তাঁহাকে জীবিত বলিয়া বিশ্বাস করায় লাভ কি? তাঁহাকে মরিতে দাও, ইসলাম জীবন পাইবে। খোদার বাণী হইতে তাঁহার মৃত্যুই প্রমাণিত হয়।

'মিরাজ' রজনীতে খোদার রসুল তাঁহাকে মৃতদের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। তবুও তোমরা মানিতে চাও না। কেমন তোমাদের ঈমান? খোদার কথা হইতে মানুষের কথাকে তোমরা বড় মনে কর। ইহাই কি তোমাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা? +

মরিয়ম পুত্র ঈসাকে আমাদের রসুল মৃতদের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। তিনি শুধু এই সাক্ষ্যই দেন নাই। স্বীয় মৃত্যুর দ্বারাও তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রসুলই জীবিত নাই। মরণ আমাদের রসুলের সুন্নত। আমার বিরুদ্ধবাদীগণ কোরআন হইতে সড়িয়া পড়ে; সুন্নাত হইতেও সড়িয়া পড়ে। তাহারা মনে করে, ঈসা জীবিত আছেন এবং আমাদের রসুলের মৃত্যু হইয়াছে। কি অপমানের কথা!! যদি ঈসার মৃত্যু স্বীকার না কর, তোমরা আহলে-হাদীস বা আহলে-কোরআন কোনটাই নও।

হজরত ঈসার (আঃ) উচ্চ মর্য্যাদা আমি অস্বীকার করি না। তবে খোদা আমাকে জানাইয়াছেন যে মহম্মদী মসীহ মুসায়ী মসীহ হইতে শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মরিয়ম পুত্র ঈসা ছিলেন মুসায়ী ধর্ম্মের 'খাতামুল-খোলাফা' এবং আমি মহম্মদী ধর্ম্মের 'খাতামুল-খোলাফা'। ঈসা ছিলেন মুসায়ী ধর্ম্মের

* এই আয়াত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে হজরত ঈসা আঃ আর কখনও এই পৃথিবীতে আসিবেন না। কারণ, তিনি পুনরায় এই পৃথিবীতে আসিলে তাঁহার এই উত্তর মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। পুনরায় এই পৃথিবীতে আসিয়া যিনি চল্লিশ বৎসর বাস করিবেন, কোটি কোটি খৃষ্টানাকে খোদা জ্ঞানে তাঁহার পূজা করিতে দেখিবেন, ক্রুশ ধ্বংশ করিবেন এবং সমুদায় খৃষ্টানকে মুসলমান করিবেন, কেয়ামতের দিন আল্লার হুজুরে তিনি এ কথা কিরূপে বলিতে পারেন যে খৃষ্টানদের বিপথগামী হওয়া তাঁহার জ্ঞানের অগোচর ছিল?

‡ ক্রুশের ঘটনার পর হজরত ঈসা আঃ ও তাঁহার মাতা যে কাশ্মীরে আসিয়াছিলেন, কোরআন শরীফের একটি আয়াত হইতে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোরআন শরীফে আল্লাহ বলিয়াছেন,—"এবং আমরা তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে আশ্রয় [illegible] এক
শান্তিপ্রদ ও জল প্রস্রবণ-সমন্বিত [illegible] ভূখণ্ডে"
(সুরা মুমেনুন, আয়াত ৫০)। এই [illegible] খোদা কাশ্মীরের চিত্র দিয়াছেন।

আরবী 'আওয়া' শব্দের অর্থ 'বিপদ বা দুঃখের পর আশ্রয় দেওয়া'। ক্রুশের ঘটনার পূর্ব্বে হজরত ঈসা আঃ ও তাঁহার মাতার অন্যত্র আশ্রয় লওয়ার মত কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং বুঝা যায় যে ক্রুশের ঘটনার পরেই আল্লাহ তাঁহাদিগকে কাশ্মীরের উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ এবং আমি মহম্মদী ধর্ম্মের প্রতিশ্রুত মসীহ। আমি তাঁহারই নামে অভিহিত হইয়াছি। এই কারণে তাঁহাকে আমি যথেষ্ট সম্ভ্রমের চোখে দেখি। যে ব্যক্তি বলে আমি তাঁহাকে সম্মান করি না, সে মিথ্যাবাদী; সে বিবাদ সৃষ্টি করে। শুধু ঈসাকেই নহে, তাঁহার চারি সহোদর ভাইকেও* আমি সম্মান করি। তাঁহার দুই সহোদরা ভগ্নিকেও আমি পবিত্র মনে করি। কারণ, ইহারা সকলেই ছিলেন সাধ্বী মরিয়মের গর্ভজাত সন্তান। মরিয়ম ছিলেন বিরাট গৌরবমণ্ডিত সতী সাধ্বী নারী। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি ছিলেন কুমারী ব্রতচারিণী। অবশেষে গর্ভসঞ্চারের কারণে সমাজপতিগণ তাঁহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করে। লোকে আপত্তি করে, গর্ভাবস্থায় বিবাহ করিয়া তিনি তওরাতের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; অনর্থক কুমারী ব্রত ভঙ্গ করিয়াছিলেন; ইউসুফ সূত্রধরের প্রথমা স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে তাহাকে বিবাহ করিয়া তিনি বহু বিবাহ প্রথা সমর্থন করিয়াছিলেন। অবস্থার চাপে তাঁহাকে এইরূপ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে আপত্তির পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করাই সঙ্গত।

পুনরায় তোমাদিগকে বলিতেছি, বাইয়াত করাকে যথেষ্ট মনে করিও না। ইহা একটা বাহ্যিক ব্যাপার। বহিক ব্যাপার হিসাবে ইহার আদৌ কোন মূল্য নাই। খোদা তোমাদের অন্তর দেখিবেন এবং তদনুযায়ী তোমাদের সহিত আচরণ করিবেন। দেখ, তোমাদিগকে উপদেশ দিয়া আমি আমার দায়ীত্ব শেষ করিতেছি। পাপ এক প্রকারের বিষ। উহা পান করিও না। খোদার বিধান লঙ্ঘন করার পরিণাম অপমৃত্যু। উহা হইতে দূরে থাকিবে। প্রার্থনা করিবে, শক্তি পাইবে। খোদা সব কিছু করিতে পারেন, তবে তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতির বিরোধী কাজ করেন না। প্রার্থনাকালে যে ব্যক্তি তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান মনে করেনা, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও প্রতারণা করা ছাড়ে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। পার্থিব সুখ সম্পদ হইতে ধর্ম্মকে যে ব্যক্তি সত্য সত্যই বড় মনে করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, কামদৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘুষ খাওয়া, পরস্ব অপহরণ প্রভৃতি যাবতীয় পাপ পরিহার করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অবশ্য পালনীয় রূপে দৈনিক পাঁচ বারের নমাজ সমাধা করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি প্রার্থনায় তৎপর থাকে না এবং অবনত হইয়া খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি কুপ্রভাব বিস্তারকারী অসৎ বন্ধুকে পরিত্যাগ করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মাতাপিতাকে ভক্তি করে না, কোরআন বিরুদ্ধ না হইলেও তাঁহাদের উপদেশ গ্রাহ্য করে না এবং তাঁহাদের সেবায় উদাসীন থাকে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি স্ত্রীপরিজনের প্রতি সদয় ও হিতাকাঙ্খী নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার করিতে একটুও ত্রুটি করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। অপরাধীকে ক্ষমা না করিয়া যে ব্যক্তি প্রতিহিংসা পোষণ করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি বা যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি বাইয়াতের প্রতিশ্রুতি একটুও ভঙ্গ করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমাকে সত্য সত্যই প্রতিশ্রুত মসীহ এবং প্রখ্যাত মাহদী মনে করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার সদুপদেশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার বৈরীদের সহিত ওঠাবসা করে এবং তাহাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার

* ইউসুফ সূত্রধরের ঔরসে হজরত ঈসার চারি সহোদর ভাই এবং দুই সহোদরা ভগ্নি ছিলেন। ভাইদের নাম ছিল ইহুদা, ইয়াকুব, শমউন ও ইউনুস এবং ভগ্নিদের নাম ছিল আছিয়া ও লিদিয়া (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত পাদরী যোহন এলেন পাইল প্রণীত এপষ্টলিক রেকর্ড, ১৫৯ ও ১৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে সকল পরদারগামী, দুষ্কৃতকারী, মদ্যপায়ী, নরঘাতক, চোর, জুয়াবাজ, বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর, পরস্বগ্রাসকারী, পরপীড়ক, জালিয়াত ও তাহার সহযোগী, নরনারীর অপবাদকারী এই সমুদায় কুকাজ হইতে বিরত হয় না এবং কুসঙ্গ ছাড়ে না, তাহারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে!

এই সমস্তই বিষ। ইহার কোনটি পান করিলে বাঁচিয়া থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। আলোক ও অন্ধকার একত্র থাকিতে পারে না। খোদার হুজুরে যে ব্যক্তি কুটিল ও কলুষিত, তাহার পক্ষে পবিত্র হৃদয় ব্যক্তির তুল্য কল্যাণমণ্ডিত হওয়া সম্ভব নহে। বড়ই প্রসন্ন তাহাদের ভাগ্য, যাহারা অন্তরের কলুষ ধুইয়া মুছিয়া পবিত্র হয় এবং খোদার প্রতি অটল আস্থা রাখে। তাহাদের বিনাশ অসম্ভব। খোদা তাহাদিগকে অপদস্থ হইতে দেন না। তাহারা খোদার এবং খোদা তাহাদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করেন। তাহাদের অনিষ্ট প্রয়াসী শত্রু নিতান্তই মূর্খ। তাহারা খোদার ক্রোড়ে আছেন এবং খোদা তাহাদের সহায়। খোদার প্রতি বিশ্বাস ইহাদেরই আছে। যে দুরাত্মা পাপ করিতে ভয় পায় না, পাপের ফলে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তাহার ভয়ে যে ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হয়, সে মূর্খ। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতে অদ্যাবধি খোদা কখনও সাধুদের বিনাশ ঘটিতে দেন নাই। সাধুদের সপক্ষে তিনি বহু আশ্চর্য্য কাজ করিয়াছেন; এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। খোদা বড়ই বিশ্বাসভাজন। বিশ্বাসীদের জন্য তিনি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইয়া থাকেন। জগৎ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে চায়; শত্রুগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁত পিষিতে থাকে; কিন্তু প্রত্যেক বিপদেই তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহাদিগকে বিজয়ী করেন। তিনি তাহাদের বন্ধু।

যে ব্যক্তি খোদার আঁচল ছাড়ে না সে বড়ই ভাগ্যবান। তাঁহার পরিচয় পাইয়া আমরা তাঁহার প্রতি আস্থাবান হইয়াছি। তিনিই সমগ্র বিশ্বের খোদা। তিনি আমাকে বাণী পাঠাইয়াছেন; আমার সপক্ষে প্রবল নিদর্শন দেখাইয়াছেন; এবং এযুগে তিনিই আমাকে 'মসীহ মওউদ' করিয়াছেন। তাঁহাতে যাহার বিশ্বাস নাই, সে হতভাগ্য এবং বিপদের সম্মুখীন। তিনি আমাকে যে সকল বাণী পাঠাইয়াছেন, তাহা সূর্য্যের ন্যায় দিপ্তিমান। আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, বিশ্বের খোদা তিনি বৈ আর কেহ নহেন। অসীম তাঁহার শক্তি। অক্ষয় তাঁহার সত্তা। তাঁহাকে আমি পাইয়াছি। তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি স্বীয় বিধান ও প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেন না। তদ্বিপরীত কাজ ব্যতীত তাঁহার অসাধ্য কিছুই নহে। বাস্তব সত্য ইহাই।

প্রার্থনা করিবার সময়ে তোমরা জড়বাদিগণের ন্যায় হইও না। তাহারা মূর্খ। তাহাদের ধারণাকে তাহারা প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করে। খোদার গ্রন্থে তাহাদের ধারণার সমর্থন নাই। খোদার দরবারে তাহাদের স্থান নাই। কস্মীন কালেও তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না। তাহারা চক্ষুষ্মান নহে, অন্ধ। তাহারা জীবিত নহে, মৃত। খোদার অসীম শক্তিকে তাহারা সসীম ও দুর্ব্বল মনে করে। খোদা তাহাদের সহিত তাহাদের ধারণার অনুরূপই ব্যবহার করেন। তোমরা যখন প্রার্থনার জন্য দাঁড়াইবে, নিশ্চিত বিশ্বাস রাখিবে যে খোদা সব কিছু করিতে সক্ষম। তবেই তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে এবং আমার ন্যায় তোমরাও খোদার শক্তির আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখিতে পাইবে। আমি কাহিনী শুনাইতেছি না; প্রত্যক্ষীভূত কথার সাক্ষ্য দিতেছি।

খোদাকে যে ব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান মনে করে না, তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়া সম্ভব কিরূপে? প্রতীকারকে সে প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ মনে করে। ঘোর বিপদের সময় প্রতীকার প্রার্থনা করিতে সে সাহস পাইবে কিরূপে? হে ভাগ্যবান মানুষ, তুমি এইরূপ মনে করিও না। স্তম্ভ ব্যতিরেকেই শূন্যমণ্ডলে যিনি অসংখ্য নক্ষত্ররাজী ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, তিনিই তোমার খোদা। নাস্তি হইতে যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি কি মনে কর যে তোমার আবশ্যকতা পূর্ণ করিতে তিনি অক্ষম?* খোদা অক্ষম নহেন। অসীম ও আশ্চর্য্য তাঁহার শক্তি। সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহাদের সন্দেহের কারণেই বঞ্চিত থাকে। বিশ্বাসে ও কাজে যাহারা একান্তই তাঁহার হইয়াছেন, তাহারাই তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিতে পান। তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা তাঁহার বিশ্বস্ত প্রেমিক নহে। তাহাদিগকে তিনি ইহা দেখান না। যে ব্যক্তি জানে না যে খোদা সর্ব্বশক্তিমান সে হতভাগ্য।

খোদাই আমাদের স্বর্গ। খোদাই আমাদের আনন্দ। আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি যাবতীয় সৌন্দর্য্যের আকর। সর্ব্বস্ব দিয়াও এই মণি ক্রয় করা উচিত। জীবন দিয়াও এই সম্পদ সংগ্রহ করা উচিত। হে বঞ্চিতগণ, এই উৎসের দিকে ছুটিয়া এস, তোমাদের তৃষ্ণা মিটিবে। এই উৎস জীবনপ্রদ। ইহা তোমাদের মৃত দেহে জীবন সঞ্চার করিবে। এই সুসংবাদ কিরূপে জানাইব? কি উপায় উদ্ভাবন করিব? বাজারে বন্দরে কোন জয় ঢাক পিটাইব? কেমন করিয়া শুনাইব যে খোদা এইরূপ? লোকদের কাণ খুলিবার জন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিব?

যদি তোমরা খোদার হও, নিশ্চয় জানিবে খোদাও তোমাদের হইবেন। তোমরা ঘুমাইয়া থাকিবে, তিনি তোমাদের জন্য জাগিবেন। শত্রুকে তোমরা জানিবে না, কিন্তু তিনি জানিবেন এবং তাহার যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবেন। তোমরা জান না খোদা কত শক্তিমান। যদি জানিতে, সংসারের চিন্তা তোমাদিগকে এক দিনও বিষন্ন করিত না। একটি মাত্র পয়সা হারাইয়া অগাধ ধনের মালিক কখনও আর্ত্তনাদ করে কি? খোদা তোমাদের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তোমাদের যাবতীয় অভাব তিনি পূরণ করিবেন। তোমরা যদি ইহা জানিতে, সংসার চিন্তায় এইরূপ আত্মহারা হইতে কি?

---

*খোদা কাহারও কোন আবশ্যকতা পূরণে অক্ষম নহেন। প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে তাঁহার কেতাবে বিধান এই যে সাধু ব্যক্তিদের সহিত তিনি সদয় বন্ধু সুলভ ব্যবহার করেন। "আমাকে ডাক,
আমি সাঁড়া দিব" (সুরা মুমেন, আঃ ৬০)
তাঁহার এই উক্তি অনুযায়ী খোদা কখনবা সাধু ব্যক্তিদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন; এবং কখনবা তাঁহার অপর উক্তি "এবং নিশ্চিতই
আমরা তোমাদিগকে ভয় ও অনাহারে থাকার
পরীক্ষায় ফেলিব" (সুরা বকর, আঃ ১৫৫) অনুসারে তাহাদিগকে স্বীয় ইচ্ছা মানিয়া লইতে বাধ্য করেন। প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া খোদা সাধু ব্যক্তিদের ঐশী জ্ঞান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করেন এবং তাঁহার ইচ্ছা মানিয়া লওয়ার কারণে প্রসন্ন হইয়া তিনি তাহাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন।

# পাঞ্জার হাঙ্গামা তদন্ত আদালতে

## হজরত খলীফাতুল মসীহের সাক্ষ্য

অনুবাদক—আশরাফ হোসেন

লাহোর, ১৫ই জানুয়ারী (এ, পি, পি)

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

প্রঃ বৃটিশ আমলে আপনাদের বিশিষ্ট মতবাদের প্রসার লাভ হইয়াছিল ; এ জন্য কি আপনারা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ নহেন ? এবং তাহাদের প্রতি এখনও আপনারা কৃতজ্ঞ নহেন কি ?

উঃ কৃতজ্ঞতাবোধের ভিত্তি নৈতিক ; ইহার সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের সহ এ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের প্রতি তাহারা ন্যায় নিষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার জন্য তাহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রঃ বৃটিশ সরকারকে খুশী করার উদ্দেশ্যে মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব "জেহাদ-বিস-সায়েফ" (তরবারি দ্বারা ধর্ম্ম যুদ্ধ)এর বিরুদ্ধ পুস্তক রচনা করিয়া মুসলিম দেশ সমূহে প্রচার করিয়াছিলেন কি ? যৎদ্বারা অন্ততঃ ৫০ আলমারী বোঝাই করা যাইত ?

উঃ তাহার লেখার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করা। জেহাদ সম্বন্ধে তিনি কয়েক পৃষ্ঠার একটি ছোট প্রচার পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন '

প্রঃ মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব নিম্ন লিখিত কবিতায় নিজেকে কি রসুলে করীম (ছঃ) হইতে সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া দাবী করেন নাই ?

"লাহু খাসফাল কামারুল-মুনিরো অ-ইন্না লি ঘাস-আল কামরনাল মাসরে-কাইনে উতিনকু"—রসুলে করীমের (ছাঃ) জন্য কেবলমাত্র চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছিল আর আমার জন্য চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের গ্রহণ হইয়াছে।

উঃ ইহা একটি হাদিসের সমর্থনে বলা হইয়াছে। হাদিসে আছে মাহদীর আগমণে পবিত্র রবজান মাসে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ হইবে।

প্রঃ আপনি সাধারণ মুসলমান সমাজকে কি কখনও "আবুজেহেল"—এবং আপনার নিজ সম্প্রদায়কে "আকালিয়াত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ?

উঃ আমি সাধারণ মুসলমান সমাজকে আবু জেহেলের দলভুক্ত বলি, এ কথা সত্য নয়। আমাদের সম্প্রদায় সংখ্যার দিক দিয়া অত্যন্ত অল্প এ কথা সত্য।

অতঃপর আদালত তাহাকে প্রশ্ন করেন যে : পাকিস্তানে আহমদীগণ কয়টি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আছেন ?

উঃ চৌধুরী জাফরউল্লাহ্ খান ব্যতীত অন্য কোন আহমদী গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আছেন বলিয়া আমি মনে করি না।

প্রঃ নিম্নলিখিত চাকুরী সমূহে কতজন আহমদী অফিসার বর্ত্তমানে নিযুক্ত আছেন : (১) বিমান বাহিনী (২) নৌ-বাহিনী ও (৩) সেনা বাহিনী।

উঃ শতকরা দেড় অথবা দুই জন সেনাবাহিনীতে, বিমান বাহিনীতে শতকরা পাঁচজন এবং নৌবাহিনীতে শতকরা একজন নিযুক্ত আছেন।

প্রঃ জনাব লাল শাহ বোখারী কি আহমদী ?

উঃ না।

প্রঃ জেনারেল হায়াউদ্দিন কি আহমদী ?

উঃ তিনি আহমদী ছিলেন ; এখনও আহমদী আছেন কি না জানি না।

প্রঃ রাওয়ালপিণ্ডি গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধক্ষ্য জনাব গোলাম আহমদ সাহেব কি আহমদী ?

উঃ না।

প্রঃ ইন্দোনেশিয় রাষ্ট্রদূত যিনি বর্ত্তমান রাষ্ট্রদূতের পূর্ব্বে পাকিস্তানে ছিলেন, তিনি কি আহমদী ?

উঃ তিনি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের কাদিয়ানী দলভুক্ত ছিলেন না। তবে তিনি লাহোরী শাখার আহমদী কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না। অবশ্য ১৯৫৩ সনে তিনি নিশ্চয়ই আহমদী ছিলেন না।

মওলানা মায়কাশ অতঃপর তাঁহাকে প্রশ্ন করেন যে : ৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৩ সনে আল-ফজল পত্রিকায় ( প্রকাশ এক্স, ডি, ই, ৩২৬ নং ) আপনার খোতবার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কি আপনি বলিয়াছিলেন ?

উঃ রিপোর্টে বর্ণিত তথ্যের সহিত আমার বক্তব্যের যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। তবে শব্দে শব্দে মিল রহিয়াছে কিনা তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিনা। ডিসেম্বর ৬ তারিখের আফাকের লিখিত সম্পাদকীয়র জবাবে আমি এই সমস্ত কথা বলিয়াছিলাম।

প্রঃ এই রিপোর্টে এরূপ কথা বলা হইয়াছে যে আপনি বা আপনার বংশধরগণের কেহ ভবিষ্যতে পাকিস্তান জয় করিবে।

উঃ আপনি রিপোর্টটি ভুল পাঠ করিয়াছেন। উহাতে এমন কিছু বলা হয় নাই।

নোট : মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব এবং সাক্ষীর প্রত্যেক উক্তি এবং আহমদী জমাত হইতে প্রকাশিত প্রত্যেক কথাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ সাক্ষী বলিয়া গ্রহণ করা হইবে আদালত কর্ত্তৃক এই আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও ঐ সমস্ত করা হইতেছে। আদালত ইহাকে সময়ের অপব্যয় বলিয়া মনে করেন এবং এই জন্য এরূপ প্রশ্ন করা বন্ধ করিয়া দেন। অতঃপর জনাব নজীর আহমদ খান কোর্টের অনুমতি নিয়া প্রশ্ন করেন।

প্রঃ ১৯৫৩ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটে আপনার এক বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরে অথবা কিছু পূর্ব্বে এড্-ভোকেট খাজা নজীর আহমদ সাহেব কি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ?

উঃ হাঁ, এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার দুই অথবা তিন দিন পূর্ব্বে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

প্রঃ জনাব খাজা নজীর আহমদ সাহেব আপনার সহিত ১৯৫৩ সনের মার্চ্চ মাসেও কি দেখা করিয়াছিলেন ?

উঃ হাঁ, তিনি আমার সহিত আর একবার দেখা করিয়াছিলেন ? তবে সঠিক তারিখ আমার মনে নাই। সম্ভবতঃ প্রথম সাক্ষাতের দুই তিন মাস পর তিনি আমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করেন।

প্রঃ প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন সংবাদ তিনি আপনাকে কি বলিয়াছিলেন ?

উঃ না, তিনি খাজা নাজিম উদ্দিন সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। করাচীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত তাহার আলোচনা হইয়াছে, এই কথাই তিনি বলিয়াছিলেন। আমার নিজের ধারণা ছিল যে তিনি গবর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

প্রঃ তিনি কি মওলানা মাওদুদীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন ?

উঃ না।

প্রঃ আপনি আপনার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবের প্রতি ঈমান না আনিলেও তিনি মুসলমান থাকেন। প্রথম হইতেই আপনি কি এই মতবাদের বিশ্বাসী ছিলেন ?

উঃ হাঁ।

প্রঃ আহমদী ও গয়ের আহমদীদের মধ্যকার পার্থক্য কি মৌলিক (বুনিয়াদি)।

উঃ রসুলে করীম (ছাঃ) মৌলিক শব্দটি (বুনিয়াদি) যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অর্থে ব্যবহার করিলে উভয়ের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই।

প্রঃ মৌলিক (বুনিয়াদি) শব্দটী কি সাধারণ অর্থেও ব্যবহৃত হয় ?

উঃ সাধারণ অর্থে মৌলিক বলিলে 'প্রাথমিক' বুঝায়। এই অর্থেও পার্থক্য মৌলিক (বুনিয়াদী) নয় ; 'ফরুয়ী' (শাখাগত)।

অতঃপর আদালত তাঁহাকে প্রশ্ন করেন।

প্রঃ পাকিস্তানে আহমদীয়াদের সংখ্যা কত ?

উঃ দুই তিন লাখের মধ্যে।

পুনরায় কৌশুলী তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন।

প্রঃ ১৯০২ সনে প্রকাশিত তোহ্‌ফা-এ-গোলরভিয়া নামক পুস্তক কি মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবের লিখিত ?

উঃ হাঁ।

প্রঃ নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতবাদ সাধারণ মুসলমান সমাজ বিশ্বাস করে, এই তথ্য আপনি অবগত আছেন কি ? "যেয়সা কি মোমিন কি লিয়ে দুসরে আহকামে উন্নি পর ইমান লানা ফরজ হ্যায়, এয়সি হি ইস বাত পর ইমান লানা ফরজ হ্যায় কে আঁ-হজরত ছাঃ আঃ ওয়াছাল্লাম কি দো লুবাস হ্যায়। এক লুবাত 'মোহাম্মদী' যো জালালী রং মে হ্যায়, দুসরা লুবাত 'আহমাদী' যো জামালী রং মে হ্যায়।"

উঃ সাধারণ মুসলমানগণ ইহাকে রসুলে করীমের (ছাঃ) প্রতি প্রয়োগ করেন। আমাদের মতে ইহা মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবের প্রতি প্রতিবিম্বিতরূপে প্রযোজ্য হইয়াছে।

প্রঃ ১৯১৭ সনের ২১শে আগষ্ট তারিখের আলফজল পত্রিকার ৭ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে আপনি আহমদী ও গায়ের আহমদীদের মধ্যকার পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন : "ওয়ার না হজরত মসিহ মাউদ নে তো ফরমায়া হ্যায় কি উন্‌কা ইসলাম আউর হ্যায়, আউর উনকা খোদা আউর হ্যায়, আউর হামারা খোদা আউর হ্যায়, হামারা হজ আউর হ্যায়, আউর উনকা হজ আউর হ্যায়, ইসি তারাহ উনসে হার লোট মে ইখতিলাফ হ্যায়।" এই বর্ণনা কি সত্য ?

উঃ ঐ সময় আমার কোন রোজ নামচা ছিল না, তাই ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদের অর্থ রূপকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এই বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, আমরা যাহা করি তাহা অন্যদের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ততার সহিত করি।

প্রঃ আনোয়ারে খিলাফতের ৯৩ পৃষ্ঠায় আপনি কি ইহা বলিয়াছেন : "আব এক আওর শোয়াল রহ্‌ বাতা হ্যায় কে গায়ের আহমদী তো হজরত মসিহ মাউদ কে মুনকের হ্যায়, ইস্‌লিয়ে উনকা জানাজা নেহি পরনা চাহিয়ে। লেকিন আগার কিসি গায়ের আহমদী কা ছোটা বাচ্চা মর যায়ে তো উসকা জানাজা কেউ না পরহা যায়ে। ওহ তো মসিহ মাউদ কি মুকাব্বির নেহি ? ম্যায় ইয়ে শোয়াল কারণে ওয়ালে সে পুছতা হু কি আগার ইয়ে বাত দুরুসত হ্যায় তো ফির হিন্দু উ আউর ঈসাইয়ু কী বাচ্চু উ কা জানাজা কেউ না পরহা যাতা।"

উঃ হাঁ এ কথা আমি বলিয়াছি কারণ গায়ের আহমদী আলেমগণ ফতোয়া দিয়াছেন যে, আহমদী শিশুকেও মুসলমান কবরস্তানে দাফন করা চলিবে না। বস্তুতঃ কয়েক জায়গায় আহমদী শিশু ও স্ত্রীলোকের লাস কবরস্তান হইতে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছে। যতদিন এই ফতোয়া কার্য্যকরী থাকিবে, ততদিন আমার ফতোয়াও কার্য্যকরী থাকিবে। তবে আমরা আমাদের জমাতের প্রতিষ্ঠাতার ফতোয়া অনুসারে প্রয়োজনীয় আলোচনার পর আমাদের এই ফতোয়া সংশোধন করিতে পারি।

প্রঃ হকীকাতুল ওহি পুস্তকের ১৬৩ পৃষ্ঠায় মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব কি এ কথা বলিয়াছেন : "ইলাওয়া ইসকি যো মুঝে নেহি মানতা ওহ খোদা আউর রসুল কো ভী নেহি মানতা।

উঃ হাঁ, তিনি এ কথা সাধারণ অর্থে বলিয়াছেন।

প্রঃ ১৯৪৪ সনে পাকিস্তান আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার মনোভাব কি ছিল ? ১৯৪৪ সনের ১১ই জুন তারিখের মুলফুজাতে এ কথা কি আপনি বর্ণনা করিয়াছেন : "পাকিস্তান আউর আজাদ হুকুমাত কা মুতালেবা হিন্দুস্তান কি গোলামী কো মজবুত করনে ওয়ালে জিনজিরে হ্যায়।

উঃ হাঁ, আমি এ কথা বলিয়াছিলাম কারণ তখন মৌলানা মওদুদী এবং আমি সহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের ধারণা ছিল পাকিস্তানের দাবী ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অন্তরায় স্বরূপ হইবে। ঐ সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কথা অবাস্তব কল্পনা বলিয়া মনে করা হইত এবং বৃটিশ সরকার এইরূপ একটি রাজ্য-সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ছিল।

প্রঃ আপনি ১৯৪৭ সনের ৫ই এপ্রিল তারিখের আলফজলে কি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন ?

(ক) "ইস লিয়ে হামে কোশীশ করণে চাহিয়ে কে হিন্দু মুসলিম সোয়াল উঠ যায়ে, আউর সারি কওম মে শেরোফকর হো কার রাহে তা' কী মুলুক কী হীশশে বথরে না হো। বেসক্, ইয়ে কাম বহুত মুশকিল হ্যায় মগর ইসকী নতীজা ভী বহুত শানদার হ্যায়।"

(খ) "মুমকিন হ্যায় আরজি তৌরপর ইফতিরাখ পয়দা হো আউর কুছ ওয়াক্ত কি লিয়ে দোনো কওম জুদা জুদা রহে, মগর ইয়ে হালত আরজি হোগী। আউর হামে কোশীশ করনে চাহীয়ে কে ইয়ে জলদ দুর হো যায়ে।"

(গ) "বাহার হাল হাম চাহতে হ্যায় কি অখণ্ড হিন্দুস্থান বনে আউর সারে কওম মে শিরশকর হো কার রাহে।"

উঃ ১৯৪৭ সনের ৫ই তারিখের আলফজলে আমার বক্তব্য ঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। সঠিক রিপোর্ট ১৯৪৭ সনের ১২ই এপ্রিল তারিখের আলফজল পত্রিকায় উঠিয়াছে।

প্রঃ আপনার জমাতে কি কোন মুল্লা আছেন ?

উঃ মুল্লা শব্দটি মৌলভী শব্দের প্রতিশব্দ এবং ইহা হীনতা ব্যাঞ্জক নহে। মুল্লা আলী কারী, মুল্লা শোর বাজার এবং মুল্লা বাকের, ইহারা সবাই অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং এঁদের সবাইকেই মুল্লা বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং তজ্জন্য তাঁহার গর্ব্ব অনুভব করেন।

প্রঃ ১৯৪৭ সনের ১২ই এপ্রিলে উল্লেখিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, আপনি সিন্ধু হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে নিম্নলিখিত প্রশ্নের নিম্নলিখিত জওয়াব দিয়াছিলেন কি ?

"প্রঃ কিয়া পাকিস্তান আমলান মুমকীন হ্যায় ?

উঃ সিয়াসী আউর ইক্‌তেছাদী লিহাজ সে ইস সোয়াল কো দেখা যায়ে তো পাকিস্তান মুমকীন হ্যায়। লেকিন মেরা জাতি খেয়াল ইয়ে হ্যায় কে মুলুক কি হিস্সে বথরে করনে কি জরুরাত নেহি।"

উঃ ইহা সত্য যে জনৈক রিপোর্টার আমাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন এবং উপরুক্ত কথা সমূহ আমার বক্তব্যের সারমর্ম্ম মাত্র। ভারত বিভাগ সম্বন্ধে ইহা ছিল আমার ব্যক্তিগত মতামত।

———

# বাপ মা ছাড়া

[ মোহম্মদ মোস্তাফা আলী ]

৮।৩।৫৪ তারিখের আজাদে "পুরুষের পেটে সন্তান !" নাম দিয়ে নিম্নলিখিত খবর প্রকাশিত হয়েছে ঃ

গত ৫ই মার্চ তারিখে লাহোর হইতে প্রকাশিত প্রেসট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার এক খবরে প্রকাশ, বাহাওয়ালপুরের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ২৫ বৎসর বয়স্ক এক রোগীর পেটে সন্তান জন্মিয়াছে।

রোগীর দেহে প্রাথমিক অস্ত্রোপচারের ফলে জানা গিয়াছে যে, পেটের মধ্যে সন্তানটির মাথার চুল গজাইয়াছে, মুখে দাঁত উঠিয়াছে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও পূর্ণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

রোগী উমর ওয়াদ্দা বলে যে, তাহার কটিদেশের বাম পার্শ্বে ফুটবলের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইহাকে একটি বড় ফোড়া মনে করিয়াছিল ; কারণ ইহাতে সে মাঝে মাঝে ব্যথা অনুভব করিত। কিন্তু অস্ত্রোপচারের ফলে দেখা যায় যে, উহা ফোড়া নহে একটি পূর্ণাঙ্গ সন্তান।

ডাক্তারদের মতে সন্তানটি উমর ওয়াদ্দারই জমজ ভাই বা ভগিনী। তাহার বয়সও উমর ওয়াদ্দার ন্যায়। ডিম্ব অবস্থায় থাকিতেই সে উমর ওয়াদ্দার ভ্রূণের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল এবং এই ২৫ বৎসর সে উমর ওয়াদ্দার দেহের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে।

প্রকাশ, বিশ্বের অস্ত্র চিকিৎসার ইতিহাসে এই ধরণের আর একটি মাত্র ঘটনার নজির পাওয়া গিয়াছে।

ডাক্তার জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে রোগীর অবস্থা এমন পর্য্যায়ে পৌছিয়াছে যে, জমজ সন্তানটীকে পৃথক করার জন্য তাহার দেহে অস্ত্রোপচার করা চলেনা। তবে ১০ দিন পর তাহার দেহে অস্ত্রোপচার করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা পুরাপুরি সাফল্যমণ্ডিত হইবে এমন কথা বলা যায় না।

[খবরটী হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের বহু পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে।]

খবরটী খুবই অভিনব। এনিয়ে আলোচনা করা অপ্রাসংগিক হবে না। জীব বিজ্ঞানীরা অবশ্য কি করে পুরুষের পেটে (কারণ গর্ভ বলা যায় না) সন্তান হলো (বা গেলো) সে ব্যাখ্যা দিবেন। কিন্তু এনিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে সকল প্রশ্ন জাগছে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

'মা'র সংজ্ঞা কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। যার পেটে সন্তান পাওয়া যায় তাকেই মা বলা হবে, না কারো পেট হতে যদি অপর কারো পেটে সন্তান আসে তবে প্রথমে যার পেটে সন্তান ছিল তাকেই মা বলা হবে? যদি যার পেটে সন্তান পাওয়া যায় তাকেই মা বলা হয় তবে উমর ওয়াদ্দা পুরুষ হয়েও 'মা' হলো—দুনয়ার ইতিহাসে ইহা যে অতি আশ্চর্য্য ঘটনা বলে গণ্য হবে, তাতে আর বিচিত্র কি ? কারণ আপাত দৃষ্টিতে সন্তানটী বাপ ছাড়াই পুরুষ মা'র ঘরে জন্ম নিলো।

প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের মিলনেই সন্তানের জন্ম হয় এবং তৎপর মাতৃগর্ভেই ইহার পূর্ণতা লাভ হয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই আশ্চর্য্য ঘটনা বিবেচিত হয়। অনেকে ওগুলোকে মোজেজা বলে থাকে। এ হিসাবে সৃষ্টির প্রথম মানুষ হয়ত মা বাপ ছাড়াই হয়েছিলো—মানব জাতির ইতিহাসে ইহাই সবচেয়ে বড় মোজেজা বলে গণ্য হতে পারে। এনিয়ে অবশ্য আলোচনা হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি ঘটেছিলো তা চাক্ষুষ করার কোন উপায় নেই !

হিন্দু, খৃষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম্মের কিতাবে দেখা যায়, কোন কোন সন্তান বাপ ছাড়াই মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়েছেন। তাঁরা মহাপুরুষদের মধ্যেও গন্য হয়েছেন। কিন্তু অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চায় না। বরং এনিয়ে হাসি ঠাট্টা করে থাকে। বাস্তবে তারা কিভাবে বাপ ছাড়া মাতৃ গর্ভে জন্ম নিলো তাত এখন পরীক্ষা করে বলার জো নেই তবে উমর ওয়াদ্দার ঘটনা হতে সে গুলো বেশী আশ্চর্য্যজনক বা অসম্ভব বলে মনে হয় না।

নারী কুমারী এবং সতী থেকেও সন্তানের মা হতে পারে এ কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে জীব বিজ্ঞানীরা অনেক উদাহরণ পেয়েছেন—যা থেকে তাঁরা এ সিদ্ধান্ত পৌছেছেন যে কুমারী নারী কোন পুরুষের সংস্পর্শে না এসেও কোন কোন সময়ে বিশেষ কারণ বশতঃ অনন্তঃস্বত্বা হতে পারে। এনিয়ে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব না।

যাক যারা বাপ ছাড়া হয়েছে তাদের জন্মটা যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ জন্য অনেকেই আবার বাড়াবাড়ি করে থাকে। বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তাদের জীবনের প্রায় সবকিছুতেই মোজেজা আরোপ করে বসে থাকে। অযথা মোজেজা আরোপ কয়ার মধ্যে কোন যুক্তি বা সার্থকতা থাকতে পারে না। একটা উদাহরণ নিয়ে কথাটা আলোচনা করা যাক। হযরত ঈছা (আঃ) বাপ ছাড়া হয়েছেন বলে বাইবেল ও কোরআনে উল্লেখ আছে। ইহাকে কেহ যদি মোজেজা বলে বলুক। কিন্তু যারা হাসি ঠাট্টা দিয়ে ইহাকে উড়িয়ে দিতে চায় তাদের বর্ত্তমান জীব বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও উমর ওয়াদ্দার কথা নিয়ে বিচার বিবেচনা করতে অনুরোধ করব। কিন্তু বাপ ছাড়া হয়েছেন বলেই তিনি খোদার 'পুত্র' ছিলেন এ সিদ্ধান্তে পৌছা কোন যুক্তিতে সমর্থন করা যায় না। যদি তাই করতে হয় জানিনা তারা উমর ওয়াদ্দার পেটের সন্তানকে কোন দরজায় নিয়ে যাবেন ? হযরত ঈছা (আঃ) নবী ছিলেন। তাঁর নবী হওয়ার সাথে বাপ ছাড়া জন্ম হওয়ার কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। তিনি আল্লাহতা'লা হতে অন্যান্য নবীদের ন্যায় নবুওত পেয়েই নবী হয়েছিলেন। কারণ নবুওত প্রাপ্তির সাথে মা বাপ ছাড়া জন্ম হওয়া না হওয়ার কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। যদি তাই হতো তবে উমর ওয়াদ্দার পেটের সন্তানও নবী বা তার চেয়ে বড় কিছু হবে ! আদম (আঃ)কে প্রথম মানুষ ধরে নিলে দেখা যায় যে তিনি মা বাপ ছাড়া হলেও নবী ছিলেন ; ঈছা (আঃ) বাপ ছাড়া হয়ে নবী হলেন ঃ আবার হযরত রছুল করীম ছাঃ মা বাপ উভয়ের মাধ্যমে জন্ম নিয়েও নবী হলেন।

যারা ঈছা (আঃ)কে খোদার 'পুত্র' বলে থাকে—তারা হয়ত প্রশ্ন তুলবে যে ডাক্তারদের মতে উমর ওয়াদ্দার সন্তান উমর ওয়াদ্দার মা'র পেট হতে এসেছে—কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় মরিয়মের পেটেও অনুরূপভাবেই ঈছা (আঃ) আসেননি তা ই বা কে বলতে পারে ? অন্যভাবেও বাপ ছাড়াই শুধু মা'র দ্বারাই সন্তান হতে পারে। তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। যাক সে কথা। হযরত ঈছা (আঃ)এর কথা যখন উঠলো তখন তাঁর সম্বন্ধে আর একটী কথাও আলোচনা করা যাক। অনেকে বিশ্বাস করেন যে হযরত ঈছা (আঃ)এর এখনও মৃত্যু হয় নি। তাঁকে চতুর্থ আসমানে জীবিত অবস্থায় তুলে রাখা হয়েছে। তিনি সশরীরে পুনঃ এ দুনয়াতে তশরিফ আনবেন। যারা এরূপ মতবাদ পোষণ করেন তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো হযরত ঈছা (আঃ) জন্মটাই যখন একটা মোজেজা তখন তাঁকে আকাশে নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে পুনঃ নিয়ে আসাও মোজেজা হবে এবং তাতে বিশ্বাস আনতে হবে। এখানে আর কোন যুক্তির কি প্রয়োজন থাকতে পারে ? আমাদের বিশ্বাস এভাবে ঈছা (আঃ)এর আকাশে উঠা এবং পুনঃ দুনয়াতে আসাকে বিচার করা যায় না। তাঁর জন্মটা মোজেজা বলেই তার জীবনের অন্যান্য ঘটনা ঘটাও সম্ভব বলে মোজেজার দোহাই দেওয়া চলে না। তাঁর জন্মের ন্যায় আকাশে উঠা এবং পুনঃ নেমে আসা এর প্রত্যেকটীতে আলাদারূপে মোজেজা প্রমাণ করতে হবে। নতুবা জন্মটা মোজেজা বলে অন্যগুলিকে মোজেজা ধরে নিলে উমর ওয়াদ্দার পেটের সন্তানের বেলাও অনুরূপ মোজেজা হতে পারে তাও বিশ্বাস করতে হবে। বরং পুরুষের পেটে হয়েছে বলে তাকে চৌথা আসমানে নিলে চলবে না ; আরও উপরে নেওয়া প্রয়োজন।

আশা করি উমর ওয়াদ্দার ডাক্তারগণ আরো কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করবেন। যদি তার সন্তান তার মার পেট হতেই এসে থাকে তবে এতদিন জীবিত ছিল কিনা এবং তা'হলে কি করে তার জীবন রক্ষা হলো, দেহের বৃদ্ধি হলো এবং এজন্য এত দীর্ঘদিনের কেন প্রয়োজন হলো ? আর যদি জীবিত না থেকে থাকে তবে কবে মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুর পর পচে গিয়েছিল কিনা ইত্যাদি।

উমর ওয়াদ্দার পেটে সন্তান হওয়াটা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এ ঘটনা দুনয়ার বহু আশ্চর্য্য মতবাদের গোড়াতেও জোর ধাক্কা দিবে এবং জীব বিজ্ঞানীগণও নতুন নতুন তথ্যাদি বের করতে সাহায্য করবে। অপর দিকে ধর্ম্ম জগতেও অনেক নতুন চিন্তা ধারা সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যায়। তাই এনিয়ে নানাদিক থেকে আলোচনা হওয়ার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

## রোজা সম্বন্ধে কতকগুলি জানার কথা

( ৪র্থ পৃষ্ঠা হইতে )

তাকওয়ার দৃষ্টিতে যদি কোন মজদুর অতিশয় উত্তপ্ত ঋতুতে রোজা রাখিতে অক্ষমতা বোধ করে, সে অন্য সময়ে রোজা রাখিতে পারে। এরূপ ব্যক্তি রোগীর সামিল। (হজরত মসিহ মউদ (আঃ))।

বার্দ্ধক্য, চিররোগ বা স্বাস্থ্যহীনতার জন্য রোজা রাখিতে যাহারা অক্ষম, তাহারা ফিদিয়া দিবে। এইরূপ ব্যক্তি নিজে যেরূপ আহার করে সেইরূপ আহার এক মিসকিন রোজাদারকে দিবে বা 'ফিদিয়ার টাকা জামাতের ফিদিয়া ফণ্ডে জমা দিবে'। হজরত মসিহ মউদ (আঃ) বলিয়াছেন, "আমলের জোরে কেহ নাজাত লাভ করিতে পারে না। আল্লাহতায়ালার আদেশ নিষেধ পালন দ্বারাই তাহার ফজল ও সন্তুষ্টি লাভ হয়।"

অসুখ ও সফরের অবস্থায় রমজান মাসে রোজা রাখিলে আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টি উৎপাদন করা হয়। এই অবস্থার রোজা না রাখিলে তাঁহার আদেশ পালনের ফলে এক নেকি হয় এবং পরে অন্য সময়ে উহা পুরা করিলে আর এক আদেশ পালনের জন্য আর এক নেকি হয়।

রমজানে অন্ততঃ একবার কোরআন শেষ করা বা শোনা এবং বুঝিতে চেষ্টা করা উচিৎ। এই পবিত্র মাসেই পবিত্র কোরআন নাজেল হইয়াছিল।

এ মাসে তাহাজ্জুদের নামাজ বিশেষ ইন্তেজামের সহিত পড়া কর্ত্তব্য। একান্ত যাহারা না পারে, তাহারা এশার নামাজের পর ও বেতের নামাজের পূর্ব্বে আট রেকাত 'তারাবি' নামাজ পড়িবে। উভয় নামাজই নফল।

রোজার মাসে খুব বেশী বেশী সদকা খয়রাৎ করা উচিৎ। হজরত রসুল করিম (দঃ) এ মাসে তুফানের ন্যায় সদকা খয়রাত করিতেন।

হজরত রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন, পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহতায়ালা লায়লাতুল কদর রাখিয়াছেন। ইহার ফজিলত হাজার রাত্র অপেক্ষা শ্রেয়। ইহা পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে এক রাত্রি; ২৭শের রাত্রির উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই রাত্রের দোয়া বিশেষ ভাবে কবুল হয়। রোজার শেষ দশ দিন সক্ষম ও আগ্রহশীলদের জন্য মসজিদে এ'তেকাফের ব্যবস্থা আছে। আল্লাহতায়ালা ও তাঁহার রসুল (দঃ) এর নির্দ্দেশ মুযায়ী পবিত্রভাবে রমজানের রোজা যাপন করিলে রোজার বিশ তারিখের পর রোজাদারের আধ্যাত্মিক অবস্থা এরূপ উর্দ্ধগতি সম্পন্ন হয় যে এই সময়ে তাহার জন্য আল্লাহতায়ালার বিশেষ নৈকট্য লাভের সুযোগ হয়। যে সকল আহমদীর সুযোগ রহিয়াছে, রমজানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করিয়া তাহারা লায়লাতুল কদরের তালাশ করিবেন এবং সকল প্রকার মঙ্গলের জন্য বিশেষ দোয়া করিবেন।

রমজান শেষ হইবার পূর্ব্বে অথবা অন্ততঃ ঈদের পূর্ব্বে প্রত্যেক শিশু, বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রী সকলের জন্য ফেতরা আদায় করিতে হয়। ফেতরানা আদায় না করিলে রোজা কবুল হয় না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে রমজানের রোজা নিরর্থক হইবে যদি এক রমজানের অভ্যাস পরবর্ত্তী রমজান আসা পর্য্যন্ত রোজাদারের স্বভাবে অঙ্কিত হইয়া না থাকে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর উম্মত আমরা। তাঁহার পূর্ণ শরিয়তের আলোক প্রাপ্তির পরও যদি আমরা বৎসরে ত্রিশ দিন রোজা রাখিয়া অন্ততঃ সালেহের দরজাতেও পৌছিতে না পারি, তাহা হইলে পরিতাপ রাখিবার আর স্থান থাকিবে না। হে আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ এবার আমাদের রমজানের সওদা যেন আল্লাহতায়ালার ফজলে পুরা হয় এবং জামাত হিসাবে আমরা সকলেই আধ্যাত্মিক স্তরে আগাইয়া যাই। আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হউন! আমিন।

## আখবার আহমদীয়া

**ইয়াওমে মোসলেহ মউদ**—নারায়ণগঞ্জের আহমদিগণের উদ্যোগে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার উক্ত আঞ্জুমন হলকে সবুজ পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়, এবং বিকাল ৪টায় সাহেবজাদা মির্জ্জা জাফর আহমদ বার, এট্ ল, সাহেবের সভাপতিত্বে ইয়াওমে মোসলেহ মাউদের সভা করা হয়। সর্ব্বপ্রথম কোরান তালাওৎ ও নজম পাঠের পর সাহেবজাদা মির্জ্জা জাফর আহমদ সাহেব হজরত মোসলেহ মাউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদিতে পূর্ণ এক হৃদয়গ্রাহী লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর সদর মোবাল্লেগ মৌঃ ছৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এইচ, এ, হজরত মোসলেহ মাউদ ও সবুজ এশ্তেহার সম্বলিত বক্তৃতা করেন এবং মৌঃ আলী আনোয়ার সাহেব হজরত মোসলেহ মাউদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার ব্যক্তিগত তাছেরাত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে নারায়ণগঞ্জের প্রেসিডেন্ট আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেব হজরত মোসলেহ মাউদ ও তাহরীক জদীদ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে হজরত মোসলেহ মাউদের প্রত্যেক স্কীমকে কার্য্যে পরিণত এবং তাঁহার দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়ার আবেদন জানাইয়া জলসা শেষ করেন। বাদ মগরেব দোয়া করার পর হাজেরীনের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এই জলসায় আহমদী পুরুষ স্ত্রীলোক এবং গয়ের আহমদী সর্ব্বমোট প্রায় ১০০ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন।
—আবদুল খালেক, সেক্রেঃ তবলিগ, নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমনে আহমদীয়া।

**জরুরী বিজ্ঞপ্তি**—প্রথম ১৯শ বৎসর পর্য্যন্ত যে সমস্ত বন্ধু তাহরিকে জাদিদের চাঁদা দিয়াছেন এবং কোন বৎসরেই বাদ পড়ে নাই তাহারাই সাবেকুনাল আওয়্যালুন বা অগ্রবর্ত্তী দল। হজরত আমীরুল মোমেনিন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই অগ্রবর্ত্তী দলের একটি লিষ্টি ছাপা হইবে। এই লিষ্টি হইতে কাহারো নাম বাদ না পড়ে, তদ্বিষয়ে সমস্ত তাহরিকে জদিদের চাঁদা দানকারী বন্ধুগণ সাবধান হউন। সকলেই স্ব স্ব নাম এবং ঠিকানা এবং সম্ভব হইলে কোন বৎসর কত টাকা চাঁদা দিয়াছেন তাহা জনাব ওয়াকিলুল মাল তাহরিকে জদিদ রাবোয়া জিলা ঝাং পশ্চিম পাঞ্জাব এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। কাহারো যদি কোন বৎসর খালি অথবা বকেয়া গিয়া থাকে তাহাও উল্লেখ করিয়া বলিতে হইবে কবে সেই বাকি চাঁদা আদায় করিবেন। তাহরিকে জদিদের অফিসে তাহা নোট করা হইবে। আপনাদের তৎপরতার অভাবে সেই লিষ্টি হইতে কাহারো নাম বাদ পড়িলে পরে কোন অভিযোগ করিতে পারিবেন না। এই জন্যই এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।
খাকছার—দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম, সেক্রেটারী মাল, ই, পি, এ, এ

### দারুত তবলীব ফণ্ডের ওয়াদার লিষ্ট

| | | ওয়াদা |
|---|---|---|
| ১। | মৌলবী হোসাম উদ্দিন হায়দার বি, এ অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি ১৯৪৯ ইং সালে এই খাতে ১৮০০৲ দিয়াছেন। এই দুইশত টাকা আদায় হইলে তাঁহার সর্ব্বমোট দান ২০০০৲ দুই হাজার টাকা হইবে। | ২০০৲ |
| ২। | মিষ্টার এম, এস, হায়দার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ, ফরিদপুর | ১০০৲ |
| ৩। | মিষ্টার এম, এ, সমী .... .... .... | ২০৲ |
| ৪। | মৌলবী এ, হামীদ .... .... .... | ৫৲ |
| ৫। | „ এ, রশীদ .... ... .... | ৫৲ |
| ৬। | „ এ, লতীফ ... .... .... | ৩৲ |
| ৭। | „ এন, ইসলাম .... ... .... | ২৲ |

[ সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কেহ ইচ্ছা করিলে পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন ]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.